প্রকাশক :
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন
১৪নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীগোপেন রায়

দাম : দেড় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

কৃতজ্ঞতা নিবেদন

নাটকের প্রথম ও চতুর্থ গান দু'টী রচনা করেছেন সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী। তৃতীয় গানটী স্থান পেয়েছে শ্রীযুক্তা সুচরিতা ঘোষের সৌজন্যে।

ভূমিকা

মায়ামৃগ কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়েছে, সাহিত্যিক বন্ধুগণের অনুরোধে এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হোল। দু-এক জায়গায় নাট্যাভিনেতাদের চাহিদায় এই বিয়োগান্ত নাটকখানিকে মিলনান্ত করে দিতে হয়েছিল (পরিশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাতে আমার মনটা প্রসন্ন হয়নি। এখানে এর মৌলিক রূপেরই অবতারণা করা হয়েছে।

নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ-সংঘাতে যেসব সমস্যা উঠেছে তার পূরণ দুরূহ কারণ সেগুলো অত্যন্ত জটিল, সে সম্বন্ধে মতবাদও বিভিন্ন, চট্ করে তার একটা ফয়সালা হওয়া শক্ত। তবে এগুলো বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার কারণ এগুলোর সন্তোষপ্রদ ব্যবস্থা না হোলে জাতীয় জীবনে অকল্যাণের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকবে।

আমাদের বিবাহিত জীবন যে পূর্ব্বকালের আদর্শ হতে বহুদূর সরে এসেছে সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। তবে সেটা ভাল হয়েছে বা মন্দ হয়েছে সে সম্বন্ধে বহু লেখা, বাক্‌বিতণ্ডা, তর্কবিতর্ক হয়েছে,—তাতে উষ্মা আছে, ভাবাবেগ আছে, কিন্তু যুক্তির শান্ত শীতল স্থৈর্য্য মোটেই নাই। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগুলো এত নিগূঢ়ভাবে জড়িত যে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে জিনিষটাকে দেখা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

তবে একথা ঠিক—দেশকালপাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের

ভেতর, বিশেষ করে, মেয়েদের ভেতর এমন মনোভাব এসেছে যে প্রাচীনপন্থীরা তাঁদের সংস্কারের গণ্ডী মাড়িয়ে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নন্। কিন্তু একেবারে বরবাদ করে দিলেই বা চলবে কেন? লিপ্‌ষ্টিক্ সভ্যতা হুবহু মেনে নিতে তাঁরা না পারেন কিন্তু লিপ্‌ষ্টিক্ সভ্যতা যে একেবারে ঘুনে ধরা নয় সেকথা ভুললেও চলবে না। বিংশ শতাব্দীর নারী লিপষ্টিক ব্যবহার করে, প্রসাধনে অর্থব্যয় করে, নাচে গায়, সভাসমিতি করে কিন্তু তাতে তার প্রকৃত নারীত্বের খুব যে একটা ক্ষতি হয়েছে তা বলে মনে হয় না। জাতীয় প্রয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের জন্য বা অন্য কোন বড় আদর্শের জন্য জীবনোৎসর্গ করতেও সে কুণ্ঠিত নয়। বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। নারীকে জীবনে সহচরীরূপে পেতে হলে তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে এটা ধরে নিতেই হবে। একথা মনে রাখা উচিত যে বৈদিক যুগে গোষ্ঠীতে (club) ও আত্মীয় বান্ধবের গৃহে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা নাচগানের ব্যবস্থা ছিল, তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠা প্রসাধনরতা রমণীর কথা সেকালেও আমরা শুনি, তবে সেগুলো খানিকটা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং যৌন উন্মাদনা হয়তো তাতে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল। কিন্তু আজ যে নারীপ্রগতির উগ্র বা উৎকট রূপ দেখে আমরা আঁৎকে উঠি সেটা ঠিক তার প্রকৃত রূপ নয়—সেটা একটা বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ—জয়যুক্ত বিদ্রোহ ঘোষণার পর আস্তে আস্তে উগ্রভাব কেটে গিয়ে সেখানে থাকবে নারীর শক্তি, তার সাবলীল গতি, তার সৃষ্টিকামিতা।

নারী-বিদ্রোহের জন্য আমাদের সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ দায়ী। ঋগ্বেদে নারীকে খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা উঁচু স্থান দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নাবিয়ে দিয়েছেন, সমাজ ইচ্ছে কর্ল্লে তাকে উঁচু স্থানেই রাখতে পারতো, কিন্তু পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজ

তা করেনি। ঋগ্বেদে শুধু উঁচু স্থানই নয়, নারীকে সাম্রাজ্ঞীর, প্রভুত্বের অধিকার পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে :—

"গৃহান্‌গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি"

(গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।)

আবার,

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব
ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।"

(তুমি শ্বশুর শ্বশ্রূ ননদ ও দেবরগণের নিকট সম্রাজ্ঞীর ন্যায় মান-সম্মানে বিরাজিত থাক।)

কিন্তু পরবর্ত্তী মনু ও ব্যাসসংহিতায় পুরুষের স্বার্থপরতায় কালক্রমে নারীর অধোগতির চিত্র পরিস্ফুট। অবশ্যি মনুও ঋগ্বেদের সত্যদৃষ্টি ও অনুপ্রেরণাকে মৌখিক সম্মান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই একই নিশ্বাসে তিনি বলছেন :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।"

(যে কুলে নারীগণ পূজিতা হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীলোকেরা অনাদর প্রাপ্ত হন, সে বংশে সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়।)

কিন্তু,

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥"

(কি বালিকা কি যুবতী কি বৃদ্ধা কোন স্ত্রীলোকেরই নিজগৃহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করা উচিত নহে।)

"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥"

(স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, এবং স্বামীর দেহান্ত হইলে পুত্রদিগের বশে থাকিবেন, স্ত্রীজাতি কখনই স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন না।)

এ ধরণের মতবাদ স্ত্রীকে সামাজিক জীবনের কোন স্তরে নাবিয়ে দেয় তা এই নীচের দুটী শ্লোক আরও বিশদ্‌ভাবে প্রকাশ কর্চ্ছে :—

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥"

(সাধ্বী স্ত্রী সদাচারশূন্য, কামবৃত্ত, বিদ্যাদিগুণহীন পতিকেও সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় সেবা করিবেন।)

"অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥"

(স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা ঐহিক ও পারত্রিক সুখপ্রদাতা পাণিগ্রহীতা ঋতুকালে বা ঋতু ভিন্ন কালেও স্ত্রীতে গমন করিতে পারিবেন।)

পশু স্বামীকেও দেবতাজ্ঞানে পূজো করে নিয়ত তার ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকবে এ বিধি বিংশ শতাব্দীর আত্মাদরবোধী কোন রমণী স্বেচ্ছায় মেনে নেবে না তার পক্ষে নেওয়া উচিৎ হবে? স্ত্রী-দাসত্ব শুধু নারীকেই হীন করে না, সমানভাবেই হীন করে পুরুষকে, যদিও সে কথা সে হয়তো জানতেও পায় না। তার অজ্ঞাতসারে তার চরিত্র বদলে যায়, মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুকাল ধরে স্ত্রী-দাসত্বই চলেছে সমাজ-ব্যবস্থা, ঋগ্বেদের মহামহিমান্বিতা কল্যাণময়ী গৃহাধিষ্ঠাত্রী পূজিতা নারী আজ হয়েছে পুরুষের লাঞ্ছিতা নিষ্কর সম্পত্তি। তাই অনেক সময় বিবাহ হয়ে ওঠে নাগপাশ, সে মরণান্তক বন্ধন ছিন্ন করার জন্য মন হয়ে ওঠে মরিয়া। যেটুকু অধিকার, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা নারী আজ ভোগ কর্চ্ছে সে হচ্ছে তার বিদ্রোহের ফলে, ক্রিয়াশীল জাগতিক

যুগধর্ম্মের বিবর্ত্তনের ফলে, পুরুষ হৃষ্টচিত্তে সানন্দে তাকে কোন অধিকারই দেয়নি। আমাদের পুরানো সমাজ-ব্যবস্থায় 'বিবাহ' কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল—পুরুষ নারী একে অন্যকে বিশেষভাবে 'বহন' কর্ব্বে,—বিশেষভাবে পরস্পর পরস্পরের আদর সম্মান সুখ স্বাধীনতা দেখবে এইজন্যই এই মিলন বা বন্ধনের নাম ছিল 'বিবাহ'। কিন্তু সে কথা পুরুষ ভুলে গিয়ে স্ত্রী-দাসত্বের শৃঙ্খল সমস্ত জাতির পায়ে পরিয়ে দিয়েছে, এই অস্বাভাবিক বন্ধনের যে পরিণত ফল তারাই হোল পৃথিবীর বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ। এ মনুষ্যসমাজকে তারিফ্ কেউ করে না, কর্ত্তে পারে না। যতদিন না নারীকে আবার তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয়, যতদিন না নারী আবার প্রসন্নচিত্তে গৃহের বা বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সহকর্ম্মী হিসেবে নিয়ত কল্যাণ বিতরণ করেন, ততদিন সমাজে স্বাস্থ্য ফিরবে না, এবং মনুষ্য নিয়তির আজ যে দুরবস্থা তা চিরদিনের মত কায়েম হয়েই থাকবে।

প্রশ্ন ওঠে, যখন পুরুষ বিবাহিত নারীকে তার প্রকৃত সম্মান না দেয়, তার প্রতি অত্যাচার করে, তখন কি ব্যবস্থা হবে? এই অত্যাচার বা নিগ্রহের মূলে রয়েছে পুরুষের অটুট বিশ্বাস স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পত্তি, তাকে সে আপন ইচ্ছামত চালাতে পারবে, সে ইচ্ছা যুক্তিসঙ্গত হোক বা না হোক্। এ ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর রমণী মেনে নিতে চায় না, কাজেই আসে দ্বন্দ্ব, কলহ, বিচ্ছেদ। এই অসঙ্গত স্বৈরাচারের প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের বিবাহ আইন। বিবাহ বিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের কোন ব্যবস্থাই তাতে নেই বল্লে চলে কারণ হিন্দু বা মুসলমান বিবাহে স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীর ক্লৈব্য ব্যতীত ডিভোর্সের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রথমতঃ ক্লৈব্য একটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, খুবই বিরল। দ্বিতীয়তঃ এই কারণ দর্শিয়ে ডিভোর্স নিতে

অনেকের আত্মসম্মান বা রুচিতে আঘাত লাগে, ফলে ডিভোর্স হয় না। কাজেই মানুষ তখন ফন্দি-ফিকির খোঁজে, আইনের ছিদ্র অনুসন্ধান করে। একেবারে যে বিফল সে সন্ধান তাও নয়—ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ছিদ্রপথে শিক্ষিতা রমণীরা কিছু কিছু ডিভোর্স এতদিন পেয়ে আস্‌ছিলেন; সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সাময়িক মাত্র, শুধু ডিভোর্স পাবার জন্য। কিন্তু সে ব্যবস্থাও জজের নজিরে সম্প্রতি বন্ধ হবার মত হয়েছে। সিভিল ম্যারেজ্ বা রেজেষ্ট্রীকৃত বিবাহে স্বামীস্ত্রীর ব্যভিচার (adultry) ব্যতীত বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্য কোন কারণ নেই—নিষ্ঠুর ব্যবহার করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে গেলেও নয়। এ আইনও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ কারণ যৌন সম্বন্ধ বা পরিবার বৃদ্ধিই বিবাহিত জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বা অবলম্বন নহে, প্রীতিরসে রঞ্জিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বা সশ্রদ্ধ মিতালি হোল এর সুদৃঢ় ভিত্তি। এ বন্ধুত্ব বা মিতালি না থাকলে বিবাহ-বন্ধন বিড়ম্বনামাত্র, চিরদিনের মত দুটী প্রাণের সরসতা নষ্ট করে দেবার শুধু একটা উৎকৃষ্ট কল। কাজেই এই স্নেহপ্রীতি-শ্রদ্ধার অন্তরায় যেগুলো সেগুলো সবই বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হওয়া উচিত। স্বার্থপরতা, অত্যাচার, অপমান, নিষ্ঠুরতা, মদ্যপান, অত্যধিক খিটখিটে বা খুঁৎখুঁতে স্বভাব, সন্দেহবাই, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিষয়ে মতের স্থায়ী অবনিবনাও, খুনখারাপি, উন্মত্ততা, ধার করা অভ্যাস, ছেলেপিলের প্রতি ঔদাসীন্য বা তাদের ভাল না বাসা, সর্ব্বদা মিথ্যে বলা ইত্যাদি—এর প্রত্যেকটী গৃহকে অশান্তির আগার করে তুলতে পারে এবং তোলেও কিন্তু আইন-সঙ্গত কোন প্রতীকার আমাদের হাতে নেই। এর কারণ আমাদের দেশে রেজেষ্ট্রীকৃত বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন বিলিতি (ইংলণ্ডের) আইনের অনুকরণে হয়েছে এবং সে আইন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, ইউরোপ ও আমেরিকার বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের বহু পিছনে পড়ে আছে তা।

সুতরাং শালগ্রাম সাক্ষী করে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা সিভিল ম্যারেজের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরাও যে আইনের বিশেষ সুবিধে পান তা নয়। ডিভোর্স আইনের আমূল পরিবর্ত্তন দরকার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হাঁ, হাঁ, শব্দ উঠবে, সমাজ ভেঙ্গে চুরে গৃহের সর্ব্বনাশ করে কে এই ধর্ম্মবিরোধী আইন-সংস্কারক কালাপাহাড় এতদিনের প্রাচীন সভ্যতাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছে? প্রাচীনত্বই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয় যদি জীর্ণত্বই হয় তার প্রধান পরিচয়। আজ ভারত-সভ্যতাকে জরাজীর্ণ ছাড়া অন্য আখ্যা দিলে সত্যের অপলাপ করা হবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন সহজ সরল অল্পব্যয়সাধ্য করে দিলে গৃহে শান্তি শ্রী ফিরে আসবে, সত্যিকারের সশ্রদ্ধ মিতালি প্রতিষ্ঠিত হবে ঘরে ঘরে পরস্পরের আত্মসম্মানের ভিত্তির ওপর। সমাজ যে উচ্ছন্নে যাবে না তার প্রমাণ সোভিয়েট রাশিয়া। সেখানে ডিভোর্স পাওয়া অত্যন্ত সোজা, স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে একখানা পোষ্টকার্ড ফেলে দিলেই রাষ্ট্র থেকে সে ব্যবস্থা করা হয়—কোন কারণ দর্শাতে হয় না। Maurice Hindus তাঁর বইয়ে বলেছিলেন, এক জোড়া জুতো কিনতে যা শ্রম কর্ত্তে হয় ডিভোর্স পেতে রাশিয়ায় তাও কর্ত্তে হয় না। কিন্তু এত সহজ হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়াতে বিবাহ-বিচ্ছেদ খুবই কম, এবং গৃহে গৃহে শান্তির, শ্রীর, স্বাচ্ছন্দ্যের, প্রীতির অভাব হয়েছে বলেও কিছু শোনা যায় নি। তাহলে আমাদের মনে এই অমূলক ভয় বা সন্দেহ কেন? হিন্দু বা মুসলমান বিবাহ নারীর দিক্ থেকে ফেরো কন্‌ক্রিটের গাঁথুনি হতে পারে কিন্তু তাতে গৌরব কোথায় যদি সে গাঁথুনির চাপে নারী পিষে যায়, পুরুষকে খুনী বলে আত্ম-পরিচয় দিতে হয় সমাজের কাছে? গাঁথুনির সিমেণ্ট যদি প্রীতিরসে সিক্ত না হয়, তাহলে সে শুধু কবরেরই কাজ কর্ব্বে, নীড়

বাঁধবার সাহায্য কর্ব্বে না। বিবাহ-মন্ত্রে এমন কিছু ঐন্দ্রজালিক শক্তি বা ম্যাজিক থাকতে পারে না যা মানুষের সকল দুঃখকষ্টকে ছাপিয়ে বিবাহিত জীবনের অনাস্বাদিত মহিমাকেই বড় করে তুলবে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় বিবাহ-মন্ত্র যেসব ভাষায় উচ্চারিত হয় সেসব ভাষা আধুনিক নরনারী জানে না বা বোঝে না, কাজেই সেই না বুঝে আওড়ানো মন্ত্র জীবনের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে পারে? বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়, এ কথার বিশদ্ আলোচনা না হলেও সবাই বুঝতে পারে। বিবাহে ধর্ম্মের ভিত্তি পরস্পরের প্রতি দরদ ও সম্মান; পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ বা হাতে হাতে সংযোজন নয়। সামান্য দৈনন্দিন খিটিমিটি বা কথা কাটাকাটির কথা বলছি না, বিবাহিত জীবনে তা অবশ্যম্ভাবী, এক সঙ্গে ঘর কর্ত্তে গেলে তা হবেই। অন্তরের গভীর স্তরে যে স্নিগ্ধ প্রীতির প্রবাহ বয়ে যায় তাকে সে সব সাময়িক উত্তেজনা উদ্বেল করে তুলতে পারে না, কাজেই গার্হস্থ্য সম্বন্ধ থাকে অটুট। কিন্তু যখন অত্যাচার নিপীড়ন ও অসামাজিকত্বের নানা বীভৎস রূপ বিবাহিত জীবনকে বিষময় করে তোলে, তখন সহ্যের সীমা যায় এড়িয়ে, বন্ধন আর পবিত্র থাকে না, হয়ে পড়ে পূতিগন্ধময়, বিবাহ-বিচ্ছেদই তখন হয় সামাজিক স্বাস্থ্যের একমাত্র আশ্বাস বা অভয়বাণী।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, সমস্যাকীর্ণ। এ ধর্ম্মশিথিলতার দিনেও, বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য এ ধর্ম্মবিশ্বাস কোন কোন নারীর আছে; পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বা অধর্ম্মের জন্য এ জীবনে যাতনা ভোগ করার স্পৃহাকে বেশীর ভাগ পুরুষই সতীসাধ্বীত্বের পরিচায়ক বলে তারিফ করবে, খুব কম পুরুষেরই তাকে দাসী মনোবৃত্তি বলে অভিহিত করার মহানুভবতা আছে। কিন্তু আত্ম-নিপীড়নের অধিকার রাষ্ট্র নাগরিককে সম্পূর্ণভাবে দেয় না, আত্মঘাতী

হবার চেষ্টা করাও আইন-বিরোধী ও শাস্তিসাপেক্ষ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুস্কিল হচ্ছে নিপীড়িতা নিজকে পুণ্যের অধিকারিণী বলে মনে করেন, বিশেষতঃ মনু প্রভৃতি ঋষিগণ যখন এ রকম বিধানই দিয়ে গেছেন। কিন্তু এ মনোভাব দিনদিনই বিরল হয়ে আসছে, এবং রাষ্ট্রকে যে এ নিয়ে বেশী বেগ পেতে হবে তা মনে হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নারীর আর্থিক স্বাধীনতার অভাব। যে সব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ সরল করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে নারী পরের গলগ্রহ নয়, নিজের বা ছেলেপিলের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার সে নিজে নিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে নারীর আর্থিক স্বাধীনতার মাত্র সুরু, এ অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ করে দিলে নারীকেই দুঃখকষ্টের ভাগী হতে হবে—যে টাকা সে স্বামীর স্বল্পোপার্জ্জন থেকে গ্রাসাচ্ছাদন-বৃত্তি হিসেবে পাবে তাতে তার বা তার ছেলেপিলের উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে না—এক হয় সে পরের গলগ্রহ হয়ে পড়বে না হয় তাকে রাস্তায় গিয়ে বারবনিতার সঙ্গে সমান স্থান অধিকার কর্ত্তে হবে। রাষ্ট্র থেকে ছেলেপিলের ভার নিলেও, আর্থিক স্বাধীনতা ব্যতীত বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর পক্ষে দুর্গতি বা অধঃপতনেরই কারণ হ'য়ে উঠবে। একটা উপায় হচ্ছে যে ধন যৌতুক হিসেবে বিয়েতে দেওয়া হয় তা দলিল করে স্ত্রীধন হিসেবে দেওয়া বা মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেওয়া। কন্যার পিতাদের এ বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলে সমাজের উপকার ছাড়া অপকার করা হবে না। ছেলেপিলে বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্তরায় বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে ছেলেপিলের জন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া উচিৎ। যে গৃহে শ্রী নেই, যে গৃহ ছন্নছাড়া, সে গৃহে ছেলেপিলের শিক্ষা হোতে পারে না; কাজেই রাষ্ট্র থেকেই তাকে লালনপালন কর্ব্বার ভার নিক্ বা

রাষ্ট্র-অর্থপুষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে সে ভার অর্পিত হোক বা অর্থ থাকলে মাতা কিংবা পিতা সে ভার নিক্, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় শিশুকে রেখে তার ভবিষ্যৎ-জীবন চিরদিনের মত বিষাক্ত করে দেবার কোন অধিকার আমাদের নেই। এজন্য যে ক্ষেত্রে ছেলেপিলে আছে অথচ গৃহে শান্তির, শ্রীর অভাব হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সে বিবাহ-বন্ধন ভেঙ্গে দিয়ে (মাতা-পিতার অমত সত্ত্বেও) শিশুকে মুক্তি দেওয়া, উপযুক্ত পরিস্থিতিতে তার স্বকীয় প্রতিভা স্ফুরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সোভিয়েট রাশিয়া আজ সে ব্যবস্থা করেছে কিন্তু এতটা আমাদের দেশে এখুনি আশা করা বাতুলতা মাত্র কিন্তু একথা ভুললে চলবে না শিশুই অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক, জাতীয় সম্পদের একমাত্র অধিকারী, তাকে খর্ব্ব করা আর সমস্ত জাতিকে পঙ্গু করা একই কথা। বিবাহ-বিচ্ছেদের আরেকটা বিশেষ অন্তরায় আছে আমাদের দেশে—সেটা হচ্ছে নারীর নিজের ভবিষ্যৎ। তার অর্থ থাকতে পারে, সমৃদ্ধি, যশ, প্রতিপত্তি সবই থাকতে পারে, কিন্তু তার পুনর্ব্বিবাহের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, নাই বল্লেই চলে। অন্য দেশে বিবাহ-বন্ধন-বিচ্ছিন্না নারীর আবার সহজেই বিবাহ হয়। বেশীর ভাগ ডিভোর্সের ফল হচ্ছে পুনর্ব্বিবাহ কিন্তু আমাদের দেশের বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর সম্বন্ধে এমনি সংস্কার যে সে নির্দ্দোষ হলেও তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্ত্তে শতকরা নিরানব্বই জন পুরুষই নারাজ। তার সঙ্গে গল্প গুজব করবে, প্রেম করবে, সভাসমিতি পার্টিতে মিশবে কিন্তু বিয়ে কর্ব্বার কথায় আঁৎকে উঠবে। সেটা পুরুষের দখলিস্বত্বের আংশিক বৈপরিত্যের কারণেই হোক, বা একটা অযৌক্তিক ভয় হেতুই হোক বা সামাজিক সমালোচনায় হাত এড়াবার জন্যই হোক্, পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ-বিচ্ছিন্নার পাণিগ্রহণ কর্ত্তে চায় না।

কাজেই বেশীর ভাগ সময়েই নিঃসন্তান বিবাহবিচ্ছিন্নার আমাদের দেশে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনই কর্ত্তে হয়, অদূর ভবিষ্যতে যে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হবে তার বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকট হচ্ছে না। বিবাহ-বিচ্ছিন্নার পূর্ব্বস্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে দেখা গিয়েছে কিন্তু নতুন ভাল স্বামী তার কপালে বড় একটা জোটে নাই।

সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ ও সুলভ কর্ব্বার আগে রাষ্ট্রের উচিৎ হবে কতগুলো আটঘাট্ বেধে কাজ করা। নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা দান করা, বিবাহের যৌতুক স্ত্রীধন করে দেওয়া, অসুখী দম্পতির সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা করা, নির্দ্দোষ বিবাহ-বিচ্ছিন্নার বিবাহ সমাজে চালু করা—অন্তত: এরকম কতগুলো সংস্কার ব্যতীত বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সংস্কার সুফলপ্রসূ হবে না। নিজ ব্যক্তিত্বের উন্মাদনায় বা সুখের সন্ধানে স্ত্রী যেন ঝটিতি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা না ভাবেন, স্বামীও যেন ভোগ-দখলিস্বত্বের মৌরুসীপাট্টার কথা ভুলে গিয়ে স্ত্রীরও যে একটা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-মর্য্যাদা আছে সেই কথাটাই মনে করেন, স্ত্রীর গৃহকার্য্যকে নিজের বহির্জগতের কার্য্যের সঙ্গে সমান মূল্য দেন, স্ত্রী যে তার চাইতে কোন অংশে হীন বা ন্যূন নন্ সেই ধারণা পোষণ করেন, আর দুজনেই যেন বিশেষ করে স্মরণ করেন যে পুরুষ স্বামী নয়, স্ত্রী দাসী নয় জীবনযাত্রায় উভয়ে উভয়ের সহকর্ম্মী ; স্ত্রীপুরুষ, বিশেষ করে শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ, এমনি ভাবে গঠিত, এমনি সুবিস্তৃত তাদের রুচিক্ষেত্র যে কোন একজন পুরুষ বা স্ত্রী তাদের সকল অভাব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না, তাই দরকার হয় ভাবের আদানপ্রদান, সামাজিক গল্পগুজব, আলাপ পরিচয়। যৌন সম্বন্ধের কোন আমেজ এতে নেই এ কথা কেউ মেনে নেবে না কিন্তু যৌন সম্বন্ধটা যে এসব ক্ষেত্রে মোটেই মুখ্য নয়, অত্যন্ত গৌণ, এ কথাও অস্বীকার্য্য। স্ত্রী-পুরুষের এরূপ

যুক্তিসঙ্গত মেলামেশায় জীবনে আসে একটা আনন্দের স্বাদ বা রসবোধ, তাতে সামাজিক স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না, দাম্পত্যজীবনে অশান্তির কোন সঙ্গত কারণও এ হতে পারে না।

দাসত্ব প্রথা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে প্রীতিভরে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর্চ্ছে। তখুনি সার্থক হবে ঋগ্বেদের এই আশীর্ব্বাদ বাণী :—

"ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতং।
ক্রীড়ংতৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে॥"

হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, চিরজীবন সুখে একত্র থাক। আপন গৃহে থাকিয়া পুত্রপৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর।

দীপনন্দা
৩০নং মহানির্ব্বান রোড, বালিগঞ্জ।
২৫শে আশ্বিন, ১৩৫২

গ্রন্থকার

চরিত্র-পরিচিতি

মহিম চৌধুরী	...	বালিগঞ্জের তরুণ জমিদার ও সরকারী কর্ম্মচারী।
হিরণ মুখার্জ্জী	...	ঢাকার ব্যারিষ্টার। মিঃ ঘোষালের বন্ধুপুত্র।
মিঃ ঘোষাল	...	রতির মেসোমশায়। ঢাকার সম্ভ্রান্ত নাগরিক।
মিঃ বাসু	...	রতিদেবীর বন্ধু।
কবি	...	ঐ
মিঃ রে	...	ঐ
প্রফেসার মুখার্জ্জি	...	ঐ

হেড দারোয়ান, মালী, বয় ইত্যাদি।

রতি চাটার্জ্জি	...	শিক্ষিতা কুমারী।
লীলা	...	রতির কনিষ্ঠা ভগ্নী ও মহিমের স্ত্রী
মিসেস্ ঘোষাল	...	রতির মাসীমা।
মিসেস্ মুখার্জ্জি	...	প্রফেসার মুখার্জ্জির স্ত্রী।
মিস্ নেলী গুপ্তা, মিস্ রমলা সেন	...	রতির বান্ধবী।

মায়ামৃগ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বালিগঞ্জে মিষ্টার মহিম চৌধুরীর বাড়ীর ভিতরের দিকের বাগান ; কাল অপরাহ্ণ। একটা গাছের নীচে মিঃ চৌধুরী ও লীলা গার্ডেন-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, মধ্যে একটা বেতের টেবিলে চা'র সরঞ্জাম তখনও ছিল। মহিম খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ; লীলার হাতে সেলাই. তিনি বুনিয়া যাইতেছিলেন।]

মহিম—(খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া) নাঃ এ অসহ্য, তুমি কি কথা কইবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছ ?

লীলা—(বুনিতে বুনিতে) কথা বল্লেও মুস্কিল, না বল্লেও মুস্কিল ; এ অবস্থায় না বলাই ভাল।

মহিম—অথচ বন্ধুদের বেলায় ত তোমার কথার উৎস ফুরোয় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে রহস্যালাপ।

লীলা—ঝগড়া কর্ব্বে বলেই যদি স্থির করে থাক, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু তুমি বেশ জান—এ তোমার অন্যায় অভিযোগ।

মহিম—পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা আমি পছন্দ করি না।

লীলা—এও তুমি জানো—পরপুরুষের সঙ্গে মিশলেই—মেয়েরা, বিশেষতঃ আমাদের মত মেয়েরা, প্রেমে হাবুডুবু খায় না। আর সে ভালবাসার মূল্যই বা কি—যাকে পর্দ্দার আব্রুতে চিরদিনের মত ঢেকে রাখ্‌তে হয়,—বাইরের একটু আলো লাগ্‌লেই যা উড়ে পালায়!

মহিম—এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে, মতে মিল্‌বে না। বাংলার সাহিত্যিকদের কল্যাণে বারবনিতার ভালবাসাই আজকাল উচ্চতর আসন পাচ্ছে,—সতীসাধ্বীর পাতিব্রত্যের চাইতে। তোমাদের আদর্শকে নমস্কার!

লীলা—তুমি যত কুৎসিত ইঙ্গিতই করনা কেন,—এ কথা আমি চিরদিনই বিশ্বাস করে এসেছি স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে যে ভালবাসা পূর্ণতা পায়নি—তা ভালবাসাই নয়,—নেহাৎ ক্ষণভঙ্গুর ঠুন্‌কো জিনিষ!

মহিম—বাঃ, বেশ বুলি আওড়ে যাচ্ছ! শরৎবাবু আর রবিবাবুর উপযুক্ত শিষ্য হয়েছ তোমরা,—স্বাধীনতার নামে দেশে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বইয়ে দিচ্ছ!

লীলা—যা বোঝ না তা নিয়ে কেন কথা বল? তাঁদের অপমান কর্ব্বার ব্যর্থপ্রয়াস করে' কেন নিজে ছোট হও!

মহিম—না, সাহিত্য আমি বুঝ্‌বো কেন, সেটা তোমাদেরি একচেটে! তাও বুঝতুম, যদি নিজস্ব কিছু থাক্‌তো এই

স্বাধীনতার বুলিতে। Ibsen, Turgenev, Chekov এর পিণ্ডিচট্‌কে এঁরা সৃষ্টি করেছেন যে বিষকন্যার,—তার চুম্বনে মাদকতা থাক্‌তে পারে কিন্তু মৃত্যু নিশ্চয়। Sex problem আমাদের দেশে কোন দিনই ছিল না—এ একেবারে বিলিতি আমদানী—বিদেশী সাহিত্যের বদহজম—দেশকে নরকের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চমৎকার ব্যবস্থা!

লীলা—Sex problem সব দেশেই আছে, আমাদের দেশেও ছিল—তবে সেকালের মেয়েদের গোপন বেদনা-কামনা অন্তঃপুরের অন্তরালে লুকোনো থাকতো,—আজ তা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে! তাতে অন্যায় তো কিছু হয়নি!

মহিম—না অন্যায় হবে কেন? মেয়েরা সিগারেট টান্‌বে, drink করবে, ফার্‌পোতে গিয়ে নাচবে, শোফারের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে—আর স্বামী তাই দেখে তোমাদের প্রগতির তারিফ কর্ব্বে?

লীলা—আমার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি? বারবার তুমি আমায় এ রকম অপমান করবে না।

মহিম—আমি বল্‌ছি,—আমার এখানে ওসব চল্‌বে না।

লীলা—তুমি পছন্দ কর না বলে আমি আমার বন্ধুদের এখানে আস্‌তে বারণ করে দিয়েছি। তাদের নিমন্ত্রণে পর্য্যন্ত যাই না। পাছে তাদের সঙ্গে কথা বলি,—তুমি টেলিফোনের ঘরে পর্য্যন্ত চাবি দিয়ে যাও; আমার

চিঠি পর্য্যন্ত খোলা সুরু করে দিয়েছ—এর চাইতে ঘৃণ্য ব্যবহার যে কি হতে পারে, তা আমি জানিনা।

মহিম—তুমি জানো, লীলু, কেন এ কাজ আমি করেছি। আমি তোমায় ভালবাসি—পাগলের মত ভালবাসি।

লীলা—একে বলে ভালবাসা? এ যে উৎকট ভোগ দখলিস্বত্ব; আমার স্বাধীন ইচ্ছা তুমি দলে পিষে চলবে আর তাই আমি চিরদিন মাথা পেতে নেব? মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

[বয়্ কার্ড লইয়া আসিল এবং চায়ের সরঞ্জাম গুটাইতে লাগিল।]

মহিম—(কার্ড দেখিয়া) বল্ দেও সাব ঘর মে নেই হ্যায়।

[বয়ের প্রস্থান]

আমি এর একটা বোঝাপড়া কর্ত্তে চাই। তোমার বন্ধুবান্ধবদের এখানে আসা বন্ধ হতে পারে—কিন্তু তোমার দিদির বাড়ীতে রঙ্গরসের যে অবাধ স্রোত বয়ে যায়—তা তো আমি রোধ কর্ত্তে পাচ্ছি না? তিনিই প্রশ্রয় দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ কর্চ্ছেন।

লীলা—আমাকে অপমান কর, লাঞ্ছিত কর, সে আমি সহ্য করে যাচ্ছি কিন্তু দিদির সম্বন্ধে কোন কথা বল্তে এসো না—তা আমি সইবো না।

মহিম—কি করবে?

[লীলা চুপ করিয়া রহিলেন]

তোমার দিদির বাড়ী যাওয়া এখন থেকে বারণ।

লীলা—ছি ছি—দিদি যে তোমায় খুব স্নেহ করেন! আমি দিদিকে কত মিথ্যে বলে তোমার দোষ ঢাকি!

মহিম—যাও, যাও, ওসব ন্যাকামো কর্ত্তে হবে না।

লীলা—তাহলে দিদির পার্টিতে কাল আমরা যাব না?

মহিম—না।

[টেলিগ্রাম লইয়া বয়ের প্রবেশ, উহা পড়িয়া মহিমের ভ্রুকুঞ্চন।]

লীলা—কোন খারাপ খবর নয়তো?

মহিম—না, তোমাদের পক্ষে ভালই; আমায় দু-তিন দিনের জন্যে মফঃস্বল যেতে হবে। কিন্তু আমি এখানে থাকি আর নাই থাকি,—তুমি কাল পার্টিতে যাবে না।

লীলা—এ অপমান, এ সন্দেহ আমি সহ্য করবো না—আমি যাবই।

মহিম—দেখি তুমি কি করে যাও। আমি রাত্তিরে চলে যাচ্ছি—চাকর-দারোয়ানের উপর হুকুম থাকবে—বাইরে যাবার বা ভেতরে আস্‌বার কারো হুকুম নেই!

[প্রস্থান]

লীলা—উঃ এ অসহ্য! চাকর-দারোয়ানদের নজরবন্দী হয়ে এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা অসম্ভব!

ধীরে ধীরে ড্রপ্‌ নাবিল।

(কালক্ষেপ নির্দ্দেশের জন্য পাঁচ মিনিটের বিরতি)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[থিয়েটার রোডে রতিদেবীর ড্রয়িংরুম। রতিদেবী একটা সোফায় বসিয়া আছেন। সাম্‌নের ছোট টেবিলে চা'য়ের সরঞ্জাম। নিমন্ত্রিত দুই চারিজন আসিয়াছেন।]

রতি—তাহলে চা ঢালি ?

মিঃ বাসু—না, আমরা অপেক্ষা কচ্ছি। ওঁরা সবাই আসুন।

কবি—ততক্ষণ তাহলে আপনার একটি কবিতা শুনি

রতি—(হাসিয়া) কবিতা আর বিশেষ কিছু লিখিনি, কিচ্ছু সময় পাইনি ; তার চাইতে আপনি একটা শোনান্‌।

কবি—শেষটায় সেই আমি ! আমার কবিতা ! সে কিন্তু হবে নেহাৎ 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' ! তাহলে শুনুন—

(পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া)

আমরা

আমরা খড়ো মানুষ
বাতাসভরা ফানুষ,
জ্বলে উঠি দপ্‌ করে
নিভে যাই পৎ করে।

মায়ামৃগ

আমরা নকল, আমরা মেকি
মুখোস্‌পরা ভেল্কি বাজি ;
প্রয়োজনের চাহিদা ভুলি
নিরর্থকের দেদার বুলি
হাওয়ায় উঠে খড়খড়িয়ে
খড়ের গাদায় চড়্‌বড়িয়ে।

এ সুরের নাইকো মানে
ভেসে বেড়ায় হাওয়ার টানে
নিয়ে জীবনের ভাঙ্গা সুশ্রীকতা
তার মলিন স্বরূপতা।

হেসে উঠি দানোর মত—
পীর পয়গম্বর আসে যত
সুধায় 'এরা কারা ?'
উত্তর আসে পাগলপারা—
এরা মানুষ, নয় প্রেত
কায়াহীন ছায়া।

[illegible]তি—বাঃ খাসা হয়েছে কবিতাটি আপনার, চমৎকার এ'র ভাবসম্পদ। আজকাল আর আমি ওসব দিকে মনই দিতে পাচ্ছি না। মিঃ রে'র কাছে রোজ সিটিং দিতে হচ্ছে কিনা!

মিঃ বাসু—মিস্ চাটার্জ্জির bust আপনি তৈরী কচ্ছেন? Splendid! I must come and have a look.

মিঃ রে—হ্যাঁ, কচ্ছি, তবে আমার শক্তিই বা কতটুকুন্—মিস্ চাটার্জ্জির personality পাথরে বেঁধে ফেল্‌বো!

রতি—Don't fish for compliments, Mr. Ray. আমার তো মনে হচ্ছে—The bust flatters me. I can hardly recognise myself!

মিঃ রে—ওটা আপনার বিনয়। কিছু হয়নি বলে আমিতো ভয়ে কাউকে কিছু বলিই নি!

সকলে—(সমস্বরে) আমরা তাহলে কালই আপনার Studio-তে গিয়ে দেখে আস্‌বো।

[প্রফেসার ও মিসেস মুখার্জ্জির প্রবেশ]

প্রঃ মুখার্জ্জি—আমি বড্ড লজ্জিত—দেরী হয়ে গেল—আপনাদের বসিয়ে রেখেছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

মিসেস্ মুখার্জ্জি—না, না, দোষটা আমারি। কাল আমিই ওঁকে নিয়ে গিছলুম 'শ্রীমধুসূদন' দেখ্‌তে। পাঁচটায় সুরু হওয়ার কথা—সেই সাতটায় গিয়ে সুরু হলো। ফির্‌তে অনেক রাত্তির হয়ে গেল। কাজেই আজ দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

রতি—না, কিছু দেরী হয়নি! এখনো অনেকে আসেন নি। তাহলে এইবার চা ঢালি।

[চা ঢালিতে লাগিলেন]

মিঃ বাসু—এটা একটু আশ্চর্য্য যে আমাদের দেশের থিয়েটারগুলো আজ পর্য্যন্তও কোন দিন ঠিক সময়ে আরম্ভ কর্ত্তে শিখলো না। তা—'শ্রীমধুসূদন' কেমন দেখ্‌লেন ?

মিঃ মুখার্জ্জি—বইখানা খাসা হয়েছে। তবে হেন্‌রিয়েটার acting আমার ভালো লাগলো না। তাছাড়া বঙ্কিমবাবু, ভূদেববাবুর make-upটাও মোটেই ভালো হয়নি।

রতি—(সকলের প্রতি) আপনাদের চা।

[মিঃ রে উঠিয়া সকলের চা ও খাবার দিলেন।]

মিঃ বাসু—আপনি ব্যস্ত হবেন না, মিস্ চাটার্জ্জি! We are looking after ourselves.

কবি—কিন্তু যাই বলুন—থিয়েটারগুলো প্রায় দেউলে বনে এলো—আর চল্‌ছে না।

প্রঃ মুখার্জ্জি—হ্যাঁ, সিনেমার কল্যাণে দেশের একটা ভালো জিনিষ যেতে বসেছে। কিন্তু তাতে যে দেশের কত বড় ক্ষতি হবে—তা আজ সবাই না বুঝ্‌লেও—দু'দিন পরে বুঝ্‌বেই।

মিঃ রে—কিন্তু techniqueএর দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে থিয়েটার উঠে যাওয়াই উচিত—ও এখন anti-deluvian হয়ে পড়েছে।

প্রঃ মুখার্জ্জি—কি যে বলেন! একমত হতে পার্‌লাম না, মিঃ রে! সিনেমা techniqueএর কথা বল্‌ছেন—কি

আর তা এমন developed হয়েছে? একটা ছোট ঘরের মধ্যে ওদের যা কারিগরী—তাতে না হয় proper perspective—আর wide spacesএর কথা তো ছেড়েই দিন।

মিঃ রে—আপনি যাই বলুন না কেন—কোথায় থিয়েটার playerদের মাইনে—আর কোথায় সিনেমা starদের মাইনে!

রতি—আমি কিন্তু এ বিষয়ে প্রফেসার মুখার্জ্জির সঙ্গে একমত। সিনেমাতে life touch একেবারে নেই! তা পাওয়া যায় থিয়েটারে—সত্যিকার জীবনের পরশ!

প্রঃ মুখার্জ্জি—ধন্যবাদ, রতিদেবী, আপনার এই সমর্থনের জন্যে। আমি ভাবছিলাম, আমিই বুঝি কেবল প্রাচীনপন্থী।

রতি—প্রগতি জিনিষটা একটা হেঁয়ালী; সবচেয়ে পুরাণো যেটা—সেটাই হয়ে দাঁড়ায় অতি আধুনিক। এই দেখুন না—তুতনাখামেনের রাণী 'বব্' কর্ত্তেন, 'শিঙ্গল্' কর্ত্তেন,—আর আমরা সেটা আজ বিংশ শতাব্দীতে অতি আধুনিক জিনিষ বলে পুরোপুরি চালাচ্ছি। Cavemen-দের যুগে মেয়েদের পোষাক ছিল আজানু, আজ আমাদের স্কার্টও হয়েছে তাই—আর শাড়িও চেপে ছোট হতে চলেছে।

[সবাই হাসিলেন]

(ব্যাগহস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিস্ গুপ্ত
ও মিস্ সেনের প্রবেশ)

উভয়ে—O darling ! We are so sorry !

রতি—না, না, এমন কি আর দেরী হয়েছে ! আমি ভাবলুম তোমরা বোধ হয় ভুলেই গেছ।

মিস্ সেন—তোমার পার্টি ভুল্‌বো ? New market-এ গেছ্‌লুম,—শাড়ি দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেরী হয়ে গেল। সময় যে কোথা দিয়ে গেল, টেরও পেলুম না।

মিঃ বাসু—Oh ! You have been to the Ladies' Paradise ! That explains it.

মিস্ গুপ্ত—তা মিঃ বাসু, আপনারাও কিছু কম যান না—দোষ শুধু আমাদেরি !

রতি—নাও, এখন একটু চা খেয়ে নাও।

[রতি চা ঢালিয়া দিলেন, কবি উঠিয়া চায়ের পেয়ালা
ও খাবার মিস্ সেন ও মিস্ গুপ্তকে দিলেন।]

প্রঃ মুখার্জ্জি—মিঃ পাঠককে তো দেখ্‌ছি না—তিনি তো বলেছিলেন আস্‌বেন !

রতি—মিঃ পাঠক লিখেছেন যে তাঁকে পুলিশ নিয়ে কালই ঢাকা রওনা হতে হয়েছে। সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

কবি—সত্যি ঢাকার কি যে হয়েছে ! ও তো যেন একটা নিত্যিনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ বাসু—বাঙালদের কাণ্ড।

মিঃ রে—বাঙাল মনিষ্যি নয়, উড়ে—

প্রঃ মুখার্জ্জি—আমার কিন্তু মনে হয়—যতদিন পর্য্যন্ত না কয়েকজন নেতাকে শ্রীঘরে পাঠানো হবে ততদিন এসব দাঙ্গাহাঙ্গামা থাম্‌বে না। বাঙাল টাঙাল ওসব কোন কাজের কথা নয়।

রতি—ঠিক বলেছেন মিঃ মুখার্জ্জি, আমার কিন্তু বাঙাল ছেলেদের বেশ ভালোই লাগে। তাদের ভেতর তবু একটা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়—আমাদের দেশের namby pamby jelly fish তারা নয়।

কবি—মিসেস্ চৌধুরী তো এখনো এলেন না—তাঁরো গান আর কবিতা শুন্‌বো আশা করেছিলুম।

রতি—কি জানি, লীল্ কেন এখনো এলো না বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। বোধ হয় এখুনি ওরা এসে পড়বে।

কবি—ততক্ষণ আপনি একটা গান করুন রতিদেবী!

সকলে—হ্যাঁ, তাই ভালো—

রতি—আপনারা সবাই যখন একমত তখন আমি নিরুপায়।

[হাসিয়া অর্গ্যান গিয়া বসিলেন ও গান করিলেন]

(গান)

উষার কণক আলো বাঙ্গালো ধরা,
জাগো শ্রান্ত কবি, ভাঙ্গ এ কারা।

শুভ্র প্রভাতে তব নব জাগরণ,
ছন্দে সুরে প'র নব আভরণ,
দূর করো বেদনার যত আবরণ
আধার করা ॥
বেদনার যে বাঁশরী রয়েছে নীরব
তোল তায়, ওগো কবি, সুরের বিভব।
না-বলা যত কথা, ওগো মরমীয়া
আঁধার অন্তরতলে কাঁদে গুমরিয়া
সুরের কমল হয়ে উঠিবে ফুটিয়া
গন্ধ-ভরা ॥

মিঃ বাসু—Exquisite, চমৎকার আপনার গলা। যত শুনি তত শুন্‌তে ইচ্ছে হয়।

কবি—(নিমীলিত নেত্রে) রতিদেবী, আপনার গান যখন শুন্‌ছিলুম, তখন কি মনে হচ্ছিল জানেন ?

রতি—(হাসিয়া) কি ?

কবি—আমি যেন চলে গেছি কোন্ সুদূর স্বপ্নপুরীতে—যেখানে আমেজ আছে শুধু একটা পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতার—একটা বিরাট শান্তির !

রতি—আমার গান শুন্‌লে কি আপনার তাই মনে হয় ?

কবি—হ্যাঁ—ঠিক তাই মনে হয়, যেন আমি এ জগতে থাকি না, অবন্তীপুরের মনিময় আবেশ যেন আমায় অভিভূত করে ফেলে।

(চিঠি লইয়া বয়ের প্রবেশ)

বয়—ছোটি মেমসাব্ কি চিঠি।

[রতি অরগ্যান হইতে উঠিয়া আসিয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে মুখ একটু বিকৃত করিলেন।]

প্রঃ মুখার্জ্জি—মিসেস্ চৌধুরীর খবর ভালো তো ?

মিসেস্ মুখার্জ্জি—আমরা তো ওঁর বাড়ীর পাশ দিয়েই এলুম, ওঁকে নিয়ে এলেই হতো।

রতি—না তেমন কিছু নয়, তবে লীলের শরীরটা বিশেষ ভাল নেই ; মহিমকেও টুরে বেরুতে হয়েছে। আমাকে একবার যেতে লিখেছে।

মিঃ বাসু—So sorry, Mrs Choudhury is not well.

প্রঃ মুখার্জ্জি—তাহলে আপনি গিয়ে ওঁকে দেখে আসুন,—উনি একা রয়েছেন।

রতি—If you don't mind, তাহলে আমি একবার ওকে দেখে আস্তে যেতে চাই। তা আপনারা বসুন, নেলী গান শোনাবে এখন।

মিঃ রে—না, না। আমরা জানি আপনি perfect hostess. আপনার অনুপস্থিতিতে আমাদের entertain করার ভার মিস্ নেলী সেনকে দিয়ে যাচ্ছেন। না, আমরা এখন আর বস্‌বো না—পরে টেলিফোনে খবর নেবো।

রতি—I am sorry I have to go but I hope you will understand.

মিঃ বাসু—We enjoyed ourselves immensely. Thanks for the tea and everything else.

[রতিদেবীকে নমস্কারাদি করিয়া সকলের প্রস্থান]

রতি—মহিম এত বড় একটা পশু হতে পারে তা আমি কখনো কল্পনাও কর্ত্তে পারিনি। লীল্ কোনদিন আমায় ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দেয়নি—টেলিফোন পর্য্যন্ত disconnect করে গেছে! আচ্ছা—আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। বয়্!

(বয়ের প্রবেশ)

হামারা হাণ্টার দেও আউর গাড়ী বাহার কর্‌নে বোলো।

[বয়ের প্রস্থান]

আমি দেখে নেবো কত বড় আস্পর্দ্ধা মহিমের! চাকর-দারোয়ানগুলো বাধা দিতে এলে হাণ্টার দিয়ে পিঠ ভেঙ্গে দিয়ে আস্‌বো। আমাকে পেছনের বাগানের দরজা দিয়ে যেতে বলেছে। কত বড় আঘাত লাগ্‌লে লীলের মত মেয়ে বাড়ী ছাড়তে চায়!

(হাণ্টার লইয়া বয়ের প্রবেশ)

বয়—গাড়ী তৈয়ার মেমসাব্!

[উভয়ের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

(মহিমের বাড়ীর পিছনের দিকের বাগান। লীলা বেঞ্চে বসিয়াছিলেন, অস্থির ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

লীলা—কেন লিখ্‌লুম দিদিকে! আমার চিঠি পেয়ে দিদি পাগলের মত হয়ে যাবে! নাঃ, দিদি এলে বুঝিয়ে বল্‌বো যে আমি যাবো না। এ বাড়ীর বাগান, ফুল, প্রত্যেকখানা ইট পর্য্যন্ত এই পাঁচ বছরে আমার পাঁজরের সঙ্গে মিশে গেছে। যাবার কথা মনে হলে চোখ আপনি জলে ভরে ওঠে। আজ যদি আমার একটি শিশুপুত্রও থাকতো, তা'হলে তাকে আঁকড়ে ধরে এই কদর্য্য বন্ধনের মধ্যেও শান্তি পেতাম। কিন্তু আজ আমি বড় একা—বড় একা।

[ত্রস্তপদে বাগানের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে রতি ডাকিল—'লীল্'। লীলা ছুটিয়া গিয়া—'দিদি' বলিয়া ডাকিয়া রতির কাঁধে মাথা লুকাইল। রতি লীলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বেঞ্চের উপর বসাইল।]

রতি—মহিম এ রকম জানোয়ার হয়ে উঠেছে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ওর ভাগ্যি ও বাড়ী নেই, নইলে হাণ্টার দিয়ে ওকে না চাবকে আমি এ বাড়ী থেকে বেরুতুম না।

লীলা—ঘেন্নায়, দিদি, আমার মাটীর ভেতর সেঁধিয়ে যেতে

ইচ্ছে কর্চ্ছে। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠ্ছে, পা সরছে না। না দিদি, আমি যাবো না, তুমি ফিরে যাও।

রতি—ছিঃ লীলু, এ কথা বল্‌তে তোর লজ্জা হচ্ছে না। একটা বর্ব্বরের সঙ্গে থেকে তোর আত্ম-সম্মানও যে হারিয়ে ফেলেছিস্। মা-বাবা তোকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিছলেন—কত আদরের মেয়ে ছিলি তুই তাঁদের,—তোর গায়ে কোন দিন একটা আঁচড় লাগেনি,—তোকে কেউ কখনো একটা শক্ত কথা বলেনি—আর এই অসভ্য বর্ব্বর তোর জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সরসতা পিষে ফেল্‌ছে!

লীলা—থাক্ দিদি, এ সব কথা আমায় আর মনে করিয়ে দিও না; কান্নায় আমার গলা ধরে আস্‌ছে! উঃ আজ যদি মা-বাবা থাক্‌তেন! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

রতি—(কাছে আসিয়া লীলার মুখ ধরিয়া উঠাইয়া) আমি তো আছি লীলু! সব বিপদ থেকে তোকে আমি আগ্‌লে রাখ্‌বো। আমার সীমাহীন ভালোবাসায় আবার তোর জীবনে হাসি ফুটবে। কিন্তু আর দেরী নয়; আমি ঐ ছোট দরজার পাশে রাস্তায় গাড়ী রেখে এসেছি, বাইরে গিয়ে whistle দিলেই তুই দরজা খুলে গাড়ীতে উঠে বস্‌বি। সদর দরজায় দেখ্‌লুম কড়া পাহারা, দরওয়ান মালীগুলো কটমটিয়ে আমার দিকে তাকালে,

তোকে নিয়ে ওদিক দিয়ে বেরুতে গেলেই একটা কাণ্ড হবে। এত অপমানের পরেও এ বাড়ীতে তুই থাকৃতে চাস্ ?

লীলা—না, আমি থাকৃতে চাইনে। কিন্তু এর শেষ কোথায় তা, দিদি, তুমি ভেবে দেখেছ কি ?

রতি—খুব ভালো করেই ভেবে দেখেছি—এর শেষ divorceএ।

লীলা—না দিদি, সে আমি পারবো না, ওঁর সঙ্গে চিরদিনের মত সম্বন্ধ আমার ঘুচে গেছে সত্যি, তবু divorceএর কেলেঙ্কারিতে আমি যেতে চাইনে।

রতি—তুই দেখি এখনো তেম্নি ছেলেমানুষটিই আছিস্! Divorce না পাওয়া পর্য্যন্ত মহিম কি তোকে শান্তি দেবে ? কেবল রাগারাগি, লাঠালাঠি, অপমান, অত্যাচার বছর ভরে চল্‌বে। মহিমকে তো তোর আর এখন জান্‌তে বাকী নেই !

লীলা—কিন্তু কোর্টে অগুন্তি লোকের সাম্‌নে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবলে আমার মাথা ঘুরে যায়—তাদের কৌতূহলভরা দৃষ্টির কুৎসিত ইঙ্গিত এখুনি আমায় কাঁটার মত বিঁধছে। খবরের কাগজগুলো আমার দুঃখের কাহিনী হাসিঠাট্টার সামগ্রী করে সমস্ত শহরটাকে মাতিয়ে তুল্‌বে—না দিদি, অত সইতে পারবো না—আমি আজীবন একাই থাকবো।

রতি—আজীবন দুঃখ পেতে আমি তোকে দেবো না লীল্। ঠাট্টাবিদ্রূপ দুদিনে সব থেমে যাবে। দু'চার মাস বাদে সে কথা কেউ মনেও রাখবে না। কিন্তু চিরদিনের জন্যে দুঃখ ভোগ করা যে কি ব্যাপার তাকি তুই বুঝ্তে পাচ্ছিস না, লীল ?

লীলা—আমি আর ভাবতে পাচ্ছিনা, দিদি, আমি বড় ক্লান্ত।

(রতির ক্রোড়ে লীলা মাথা রাখিলেন, রতি লীলার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

রতি—তুই কিছু ভাবিস্ না লীল্, বাড়ী গিয়েই সুরেন কাকাকে ফোন্ করে এনে সব কথা বল্‌বো। Divorce যাতে পাওয়া যায় তাই তিনি কর্ব্বেন—অনেক দিনের এটর্ণী তো তিনি, সব ফিকির-ফন্দি তাঁর জানা আছে। আমার শুধু একটু ভয় হয়।

লীলা—কি ভয় দিদি ?

রতি—মহিম আমাদের এম্‌নি এম্‌নি ছেড়ে দেবে না—খুব সম্ভব contest করবে। Case defended হলেই divorce পাওয়া শক্ত হতে পারে কিন্তু কাকার বুদ্ধিতে শক্তও সোজা হয়ে আস্‌বে।

লীলা—তাহলে থাক্, দিদি, এ হাঙ্গামায় কাজ নেই। ফলও হয়তো কিছু হবে না, শুধু শুধু বাপ-দাদার

নাম ভাসাবো কেন? আমার কপালে দুঃখ থাক্‌লে কি করবো, দিদি?

রতি—ছিঃ লীল, আবার দুর্ব্বলতা! মনকে শক্ত করে বেঁধে ফেল, আর পিছপা হোস্ নি। মহিম পরশু ফিরে আস্‌ছে, তার আগেই আমাদের কলকাতা ছাড়তে হবে?

লীলা—কোথায় যাবে?

রতি—কেন ঢাকায়; প্রথম মাসীমাদের ওখানেই গিয়ে উঠ্‌বো, পরে একটা বাড়ী ঠিক করে নেওয়া যাবে।

(দূরে মালীদের পদশব্দ শোনা গেল)

ওই কারা এদিকে আস্‌ছে না?

লীলা—বোধ হয় মালীগুলো আস্‌ছে। আমাদের এতক্ষণ কথা বল্‌তে দেখে ওদের সন্দেহ হয়েছে। কী অপমান! ওদের চোখের দিকে চাইবার শক্তিও আজ আমার নেই। ওদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ভেতর এমন একটা বিদ্রূপ মেশানো আছে—যা আমার অন্তরের অন্তস্তল অবধি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যায়! এরপর এবাড়ীতে আর থাকা অসম্ভব! ঐ ওরা এসে পড়্‌ল—এক্ষুণি এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়, নইলে আর আমায় নিয়ে যেতে পারবে না!

রতি—চ, লীল, চ!

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

[মালীরা দৌড়াইয়া দরজার নিকট আসিতে আসিতে রতি মোটর ছাড়িয়া দিলেন। মালীরা চীৎকার ক'রতে লাগিল— 'মেমসাব্ চলা গিয়া, মেমসাব্ ভাগ্ গিয়া, এ দরওয়ানজি !']

(দরওয়ানদের প্রবেশ ও হল্লা।)

[হেড দরওয়ানের প্রবেশ।]

হেড দরওয়ান—তোম্ শালা লোগ কুছ কামকো নেহি হ্যায়, বৈঠল বৈঠল খাতা আউর উল্লুকা মাফিক চিল্লাতা। মেমসাব্ খুসীসে চলা গিয়া লো উন্‌কো খুব মন্ লাগয়া, ও কোন বোলেগা ? সাব্ আনেসে তোম লোগকো পচাশ জুতি হুকুম হো যায়েগা জরুর। এক আদমী চিল্লাকে চিল্লাকে মোটরগাড়ীকো সাথ দৌড়া কাহে নেহি ? যাও শালা লোগ, সাব্ আনেসে তোমলোগকো একশো জুতি হুকুম হো যায়েগা।

(প্রস্থান)

বিরাম

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ঢাকায় রতিদের মাসীমার বাড়ীর ড্রয়িংরুম। সময় অপরাহ্ন। লীলা বসিয়া ইংরেজি picture paperএর উপর অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলাইতেছিলেন।]

(রতির প্রবেশ)

রতি—বাঃ! এই যে তুই এখানে। আমি তোকে সারা বাড়ী খুঁজে মর্‌ছি। মাসীমার ঘর থেকে পালিয়ে এখানে এসে বুঝি আশ্রয় নিয়েছিস্?

লীলা—কি আর করি বল! এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো মুস্কিল। কেন এখানে এলে, দিদি! পাটনা গেলে হোত না?

রতি—তাহলে কি আর এখানে আসি! মহিম কল্‌কাতা ফিরেই আমার ওখানে দৌড়ুবে। তারপরেই পিসীমার ওখানে—প্যাটনায়। পাটনায় আমরা একসঙ্গে কতবার গিয়েছি। কিন্তু আপন মাসী নন্ বলে মাসীমাদের কথা ও বেশী কিছু নইন না; আর আমরাও তো এই প্রথম ঢাকায় এলুম।

রতি—চ, া ঠিক, হঠাৎ এসেছি বলে মাসীমারা যেমনি খুশি াকও হয়েছেন তেম্‌নি। প্রশ্নের জ্বালায় তো উঠেছি!

রতি—মাসীমার সেকেলে ভাব এখনও একেবারে কাটেনি, সব কথা বলে উঠ্‌বার ভরসাও পাচ্ছিনে, কেবলি 'মহিম' 'মহিম' কচ্ছেন।

লীলা—এ লুকোচুরি কোন কাজের কথা নয়! সত্যি যা—তা সবাই শীগ্‌গিরই জান্‌তে পারবে। মাসীমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ কি?

রতি—হ্যাঁ, বলে ফেলাই ভাল। তারপর একটা আলাদা বাড়ী কিছুদিনের জন্য নিলেই হবে।

লীলা—মাসীমারা লোক কিন্তু খুব ভালো—কী যত্নটাই না আমাদের কচ্ছেন!

(মাসীমার প্রবেশ)

মাসীমা—এই যে তোমরা জুটিতে দিব্যি গল্প কর্চ্ছ এখানে; আমাদের বয়স হয়েছে বলে কি আর আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তেও নেই?

লীলা—না, মাসীমা, তোমার কথাই হচ্ছিল, বল্‌ছিলুম তুমি কী যত্নটাই না কর্চ্ছ আমাদের! এত আদর দিলে যে আর আমাদের তাড়াতে পারবে না!

মাসীমা—তোমরা এসেছ এই আমার কত ভাগ্যি—সে রকম যত্নআত্তি করতে আর পার্‌ছি কই? ভগবান্ তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। (বসিয়া) তা দেখ, তোমাদের বড্ড একা একা লাগ্‌ছে, না? আমি তাই হিরণকে আজ বিকেলে

tennisএ আস্‌তে বলেছি। হিরণ—তোমার মেসো-মশায়ের বন্ধু মিঃ শচীন মুখার্জ্জির ছেলে, এখানে ব্যারিষ্ট্যারি কর্‌ছে—খুব ভাল ছেলে।

লীলা— তা বেশ করেছ, কিন্তু আমার শরীরটে আজ ভাল নেই, আমায় মাপ কর্ত্তে হবে। দিদি মিঃ মুখার্জ্জির সঙ্গে খেল্‌বে এখন।

রতি—তুই ক্ষেপেছিস্! আমার tennis মোটেই আসে না। Golfটা তবু খানিকটে হয়।

মাসীমা—ওসব ওজর আপত্তি চল্‌বে না। আর লীলা তোমায় খেলতেই হবে; তুমি যে tennis champion তা আমি আগেই হিরণকে বলেছি। হিরণও বেশ খেলে।

(টেনিস পোষাক পরিহিত হিরণকে লইয়া মিঃ ঘোষালের প্রবেশ।)

মিঃ ঘোষাল—এই যে হিরণ এসে পৌঁছেচে,—এখন তোমরা tennis আরম্ভ কর্ত্তে পার।

মাসীমা—এসো বাবা, হিরণ, এসো। এই আমার বোন্‌ঝিরা—রতি, লীলা।

(হিরণ অগ্রসর হইয়া 'How do you do' ইত্যাদি বলিয়া করমর্দ্দন করিলেন।)

তুমি বোধ হয় আগে ওদের আর দেখনি?

হিরণ—না, কাকীমা, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। (রতি ও ও লীলার প্রতি) It is a great privilege to meet you.

রতি—সেটা উভয়তঃ,—We have heard such lots about you.

হিরণ—By Jove, who has been doing the mischief, Kakima, I suppose ?

মাসীমা—গুণ থাক্‌লে কি আর লোকের মুখ চেপে রাখ্‌তে পার্‌বে, বাবা !

মিঃ ঘোষাল—তোমরা একটা mutual admiration society খুল্‌লেই পার, আমারও একটা chance হয়।

মাসীমা—তুমি দেখ্‌ছি বেজায় optimist !

(সকলের হাস্য)

হিরণ—Now let us go and have some tennis.

মিঃ ঘোষাল—আগে একটু চা খেয়ে নাও ?

মাসীমা—আমি নিজে তোমাদের জন্যে একটা cake তৈরী করেছি।

হিরণ—This is just like you, Kakima. But wouldn't it be greater fun to have tea on the lawn ?

রতি—Certainly. I fully agree with you.

হিরণ Thank you, shall we make a move now ? আপনারা চলুন।

লীলা—আমায় মাপ করুন, আমার শরীরটে আজ ভাল নেই।

হিরণ—That is what the champions always say. But I would not really press you, Mrs. Choudhury, unless you feel like it.

রতি—লীলু, be a sport, go and give Mr. Mukherjee a game or two. আপনারা আরম্ভ করুন গিয়ে, Mr. Mukherjee, আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।

হিরণ—Right Ho ! Thanks, do come as soon as you can.

মিঃ ঘোষাল—আমায় তোমাদের মাপ কর্ত্তে হবে ; সাড়ে চারটা হতে চল্লো—পাঁচটায় meeting আছে।

হিরণ—ও আপনি বুঝি আজ "নারী প্রগতি" সম্বন্ধে বল্‌ছেন ? মেয়েদের নিয়ে কথা বলা—I wish you luck, Kaka Babu.

মিঃ ঘোষাল—I need it very badly, my dear man.

(মিঃ ঘোষালের প্রস্থান)

হিরণ—(লীলার প্রতি) তাহলে চলুন, আমরাও গিয়ে আরম্ভ করি।

লীলা—চলুন।

(হিরণ ও লীলার প্রস্থান)

মাসীমা—লীলার কি হয়েছে বলতো, শরীরের চাইতে ওর মনটা ভাল নেই দেখ্‌ছি। মহিমকে আস্‌তে একখানা টেলিগ্রাম করে দাও না ?

রতি—মহিমের সঙ্গে লীলার আর কোন সম্বন্ধ নেই।

মাসীমা—ওমা, সে কি কথা ! কী যে বল্‌ছ তার ঠিকানা নেই। আমাদের বংশে কোনদিন এরকম কথা শুনিনি ! ছিঃ ছিঃ !

রতি—ছিঃ ছিঃ করবার কথা নয় মাসীমা। মহিমকে আগে আমরা কেউ এরকম জান্‌তুম না। কিন্তু একটা মিথ্যে সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে লীলের জীবনটাকে ও একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। শেষটায় চাকর দারওয়ান দিয়ে অপমান করিয়েছে। লীল্ আর সইতে না পেরে আমায় লেখে ; আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি—মহিমকে না জানিয়ে। লীল্ কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না। এটা বুঝ্‌তে পারো না মাসীমা, নেহাৎ অসহ্য না হলে লীলের মত মেয়ে মুখ ফুটে কিছু বলে !

মাসীমা—দেখ রতি, আমরা সেকেলে লোক, অতশত বুঝিনে—তবে একটু বুঝি যে এক কাঠি কখনও বাজে না। দু'দিকেরি দোষ আছে। মহিমকে সেই বিয়ের সময় ত দেখেছি—কী চমৎকার ছেলে। একসঙ্গে থাকৃতে গেলে অমন

ঝগড়াঝাটি হয়েই থাকে। দু'চার দিন না দেখা হলেই আপনি দুজনার মন নরম হয়ে আসবে। তারপর মহিমকে এখানে ডেকে তোমার মেসোমশায়কে দিয়ে একটা মিটমাট করিয়ে দাও। স্বামীর ঘর ছাড়া মহা অধর্ম্ম, মহাকলঙ্ক!

রতি—মাসীমা, তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। আজ প্রায় তিন বছর ধরে ওদের ওরকম চল্‌ছে। এরপর লীলের মনে ভালবাসা বলে কোন জিনিষ থাক্‌তে পারে?

মাসীমা—তুমি তো মা একরত্তি মেয়ে—না হয় খুব লেখাপড়াই শিখেছ—তুমি এর কি বুঝবে বল! স্বামীর ওপর টান থাকেই থাকে, তা সে স্বামী যত অন্যায়ই করুক না কেন। বিয়ে করে ঘরসংসার কর, তাহলে বুঝ্‌তে পারবে।

রতি—স্বামীর শত অত্যাচার সহ্য করেও তার পায়ের তলায় লুটিয়ে থাক্‌তে হবে! তাহলে Divorce lawটা রয়েছে কেন?

মাসীমা—ওসব তো মেম মাগীদের জন্যে। ও সব একবার ছড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই, সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে। আমি আর তোমার মেসোমশায় আজীবন স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা—এসব নিয়েই আছি, কিন্তু সেজন্যে কি সমাজের বাঁধন বলে কোন জিনিষ মানব না।

রতি—তাহলে আর স্বাধীনতা দিলে কই? সমাজের অন্যায় বাঁধন যা আছে—তা ছিঁড়ে ফেলতেই হবে।

মাসীমা—তা বাপু, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। তোমার মা বেঁচে থাকলে কখ্খনো একাজ করতে দিতেন না। আমাদের বংশের নাম তোমরা ধূলোয় লুটিয়ে দিচ্ছ। এখনো ভেবে দেখ, সময় আছে।

রতি—Divorce proceedings filed হয়ে গেছে।

মাসীমা—তোমরা এত কাণ্ড করে বসে আছ! শুনলে তোমার মেসোমশায় অত্যন্ত বিরক্ত হবেন। রাস্তায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পর্য্যন্ত লজ্জা কর্ব্বে।

রতি—আমাদের জন্যে আর তোমায় বেশীদিন লজ্জা পেতে হবে না, মাসীমা!

মাসীমা—আমায় ভুল বুঝো না, মা, আমি কি তোমাদের যেতে বলেছি। একাজ করতে শুধু মানা করছি। কেউ ভাল বল্‌বে না—কেউ ভাল বল্‌বে না!

রতি—তাতে আর কি এসে যায়। উচিত কাজ করবার সাহস না থাকাই অন্যায়। আমি বেঁচে থাকতে লীলুকে তিল্ তিল্ করে শুকিয়ে মরতে দিতে পারবো না। যাক্, কথা কাটকাটি করে লাভ নেই, মাসীমা, মতে মিল্‌বে না। আমি টেনিসের ওখানে যাচ্ছি।

(দ্রুত প্রস্থান)

মাসীমা—এদের হোল কি, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কী কেলেঙ্কারি! শহরময় ঢি ঢি পড়ে যাবে! আমারি

বোন্‌ঝি কিনা মুখে কালি মেখে Divorce Courtএ গিয়ে দাঁড়াবে! আর তাও কিনা লীলা—ঐ পদ্মফুলের মতো টুক্‌টুকে মেয়ে! রতির উদ্দাম প্রকৃতি, ভেবেছিলাম শান্ত হয়ে আস্‌বে যদি হিরণকে ওর মনে লাগে, এইজন্যেই হিরণকে আস্‌তে বলা। তা হিরণ কি আর এ কলঙ্ক মাথায় বইতে চাইবে? আমি এসব কথা তাকে বল্‌তে পার্‌বো না—যখন সময় হয় আপনিই জান্‌তে পারবে। ওই ওরা আস্‌ছে—কী বলে আর দেখা করবো—আমি যাই।

(প্রস্থান)

[বিপরীত দিক হইতে লীলা, রতি ও হিরণের প্রবেশ।]

হিরণ—আপনি আমাদের ফাঁকি দিলেন। It was very unkind of you, Miss Chatterjee.

রতি—আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। I left you alone with my charming sister.

লীলা—Mr. Mukherjee was bored stiff.

হিরণ—Good Heavens, I wish I was always bored like this. এ রকম enjoy আমি কোনদিন করিনি।

লীলা—দেখ্‌বেন, বেশী বল্‌বেন না—ভবিষ্যতের জন্যে কিছু রাখুন!

হিরণ—এক বর্ণও বেশী বলিনি। You both are simply charming.

রতি—এখন কি আপনার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করতে হবে ?—বলুন তো করি !

হিরণ—আপনাদের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠ্‌বার জো নেই। তবে হার মেনেও সুখ আছে ! What about a moonlight drive round about Ramna ? I hope, Mrs. Choudhury, you are not too tired after the game. You were simply superb.

লীলা—Thanks for compliments I donot deserve.. রমনায় কি দেখ্‌বার মত কিছু আছে ?

হিরণ—It is a very pleasant ride., দেখ্‌বারও অনেক আছে। It is a historic town, full of romantic associations. নবাবদের fort, tombs, বেগমদের নাইবার ঘাট, ইত্যাদি। I hope you will stay long enough to be able to see something of Dacca.

রতি—আমি ভাব্‌ছিলুম কিছুদিন থেকে গেলে হয়। রমনার দিকে ভাল বাড়ী পাওয়া যাবে কি ?

হিরণ—Oh ! That is splendid ! কাকীমা শুনলেও খুব খুশি হবেন। আমার এক বন্ধু দু'মাসের জন্যে কাশ্মীর যাচ্ছে—ওর বাড়ীটি বেশ gorgeously furnished,

বাগান, tennis lawn সবি আছে। ওকে বল্লে ও gladly বাড়ী দেবে—আর ওর বাড়ীটাও থাকৃবে ভাল।

রতি—আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো তা ভেবে পাইনে। এত সহজে একটা ভাল বাড়ী পাবো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

লীলা—আপনি আমাদের সত্যিকার বন্ধুর কাজ কর্চ্ছেন। আপনার ওপর আমরা এত অত্যাচার কর্চ্ছি—কিছু মনে করবেন না।

হিরণ—Please don't be unkind. It is a real joy to be of any service to you. তা ছাড়া আমার একটা selfish interestও রয়েছে।

রতি—(দুষ্টুমি করিয়া) সেটি জান্তে পাই কি মিঃ মুখার্জ্জি ?

হিরণ—নিশ্চয়ই—এই আপনাদের কিছুদিন ঢাকায় থাকা!

লীলা—দেখ্বেন Mr. Mukherjee, অতটা commit করে ফেল্বেন না নিজেকে। First enthusiasmটা কিন্তু শীগ্গিরই ঠাণ্ডা হয়ে আসে!

হিরণ—সেটা সাধারণতঃ মেয়েদের হয় জানি। The ladies seem to specialise in that sort of thing. যা হোক্, এখন আপনাদের গান শুনিয়ে দিন। আপনারা দু'জনেই তো versatile.

লীলা—সেই তখন থেকে বল্ছেন, গান না শুনেই ছাড়বেন না?

হিরণ—না, পাদমেকং ন গচ্ছামি।

লীলা—You are a delightful nuisance !

[কৃত্রিম কোপের সহিত বলিতে বলিতে হাসিয়া organএর কাছে গিয়া বসিলেন।]

কি গাইব ?

হিরণ—রবিবাবুর একটা গান।

[লীলা গাহিলেন]

দুখ জাগানি

তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো,

ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।

বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,

ওগো দুখ-জাগানিয়া॥

এল আঁধার ঘিরে, পাখী এল নীড়ে,

তরী এল তীরে,

শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,

ওগো দুখ-জাগানিয়া॥

আমার কাজের মাঝে মাঝে

কান্নাহাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।

আমায় পরশ ক'রে, প্রাণ সুধায় ভ'রে,
তুমি যাও যে স'রে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া ॥

হিরণ—It is simply marvellous. কী ভয়ানক মিষ্টি আপনার গলা! It seems everything is charming about you. আরেকখানা গাইতে হবে।

লীলা—কখ্‌নো না, ইচ্ছে হয় দিদিকে বলুন্।

হিরণ—তাকি ছাড়বো? তার আগে আপনার আরেকখানা হোক্।

রতি—গা না, লীল্‌, আরেকখানা। তুই তো কীর্ত্তন খুব ভাল গাস্।

লীলা—(রতির দিকে চাহিয়া) তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু।

হিরণ—I am very fond ot Kirtana.

লীলা—বিপ্রদাস নাটকের Kirtana?

(সকলের হাস্য)

[লীলা গাহিলেন]

রাধে, তোর তরে ছল করে
বাজাই বাঁশী, বাজাই বাঁশী।

তোর মুখপানে চাহি, আকুল প্রাণে
চেয়ে চেয়ে দেখি তোর সুধামাখা
মধুর হাসি, বাজাই বাঁশী।

আমার সাধা বাঁশী রাধা নামে
রাধা রাধা বলে বাজে তাই
সকলি জানে।

গোঠে যাওয়া হয় না, বেশ-ভূষা হয় না
আমার গোঠে যাওয়া হয় না।

সদাই কদম তলায় থাকি,
মানা ও তো কেউ করে না।

রাধা, তুমি আমার প্রেমের গুরু,
আমি তোমার কালো শশী।

তোরে বড় ভালবাসি, তোরে বড় ভালবাসি
বাজাই বাঁশী।

হিরণ—চমৎকার, চমৎকার! Nothing to beat Kirtana. কি দরদ দিয়ে গাইলেন আপনি! এমনটী কোনদিন শুনিনি।

লীলা—অত্যুক্তি করাটা বুঝি আপনার মজ্জাগত?

হিরণ—বিশ্বাস করুন আমার অন্তরের কথা। সত্যি, আপনার কীর্ত্তন একেবারে মরমে গিয়ে পশে। এইবার, Miss Chatterjee, আপনি একবার দয়া করুন।

রতি—দয়া না করে আপনাকে যদি দয়া কর্ত্তে বলি?

হিরণ—ফল হবে,—কাকীমা ভাববেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে—The consequences may be anything but pleasant. In the circumstances, আপনাকেই দয়া কর্ত্তে হবে।

রতি—You are very obstinate.

[রতি organএ বসিয়া গান ধরিলেন।]

যে সুর আমার হারিয়ে গেছে
মাধবী রাতে,
তা'রি রেশ বাজে আমার বীণায়
বেদনাতে॥

যে বাণী শোনালে রাতের ছায়ায়
আজো ডাকে মোরে স্বপন মায়ায়,

পথমাঝে কাঁদি সব-হারা হ'য়ে
তারার সাথে ॥

কেন মোর চলার পথে
আনিলে নীড়ের মায়া,
কেন এই মরুর বুকে
আঁকো মরীচিকা-ছায়া !

তুয়ার আমার রহিবে খোলা
ফিরে যদি এস, ওগো পথভোলা,
নেভানো প্রদীপ জ্বালিবে কি আর
আপন হাতে ?

হিরণ—It is exquisite. It is like sweetness itself floating on the air. You two sisters are divine.

লীলা—You protest too much. জানেন ত, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

হিরণ—এক বর্ণও বেশী বলিনি।

রতি—(ঘড়ি দেখিয়া) এ যে আটটা বাজে! এইখানেই খেয়ে যান না? মাসীমা খুবই খুসী হবেন।

হিরণ—Oh by Jove! এত রাত হয়ে গেছে! গান শুন্‌তে শুন্‌তে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরও কর্ত্তে পারিনি। বাড়ীতে বলে আসি নি, সবাই বসে থাক্‌বে। আমি চট্‌ করে খেয়েই চলে আস্‌ব। আপনারা তৈরী হয়ে থাক্‌বেন। তাহলে এখন আসি। Au Revoir!

(প্রস্থান)

রতি—চ্‌ লীল্‌ চ্‌, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিইগে, Dinnerএ দেরী হয়ে যাবে।

বিরাম

তৃতীয় অঙ্ক

[তিন মাস পর, কাল সন্ধ্যা। হিরণের বন্ধু মিঃ ঘোষের বাড়ীতে রতির শয়ন-কক্ষ, বিলেতিধরণে সাজানো। ঘর হইতে বাগানের খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছে। রতি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় একটা বই পড়িতেছিলেন। খাণিকক্ষণ পর বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন।]

রতি—নাঃ কিছুতেই মন বস্‌ছে না। তিন মাস চেষ্টা করলুম, তবু মনকে সংযত কর্ত্তে পাচ্ছি না। একটা অদ্ভুত বুভুক্ষায় আমার হৃদয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে! কিন্তু সে ক্ষুধা মেটাবার সামর্থ্য আমার নেই! ভালবাস্‌তে হলে মানুষকে এত দুর্ব্বল হতে হয়? দুর্ব্বলতা কাকে বলে একদিনের জন্যও জানি নি; কিন্তু আজ? এ কথা ঘুণাক্ষরেও যদি লীল্ জান্তে পারে, তাহলে সে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবে—সে বাঁচ্‌বে না। দুঃখভরা ওর জীবন, হিরণকে পেয়ে ওর বুকে যে নূতন আশা জেগে উঠেছে তা আমি কোন্ প্রাণে নষ্ট করব? আমার এ দুর্ব্বলতার কথা পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ জানতে পারবে না। সন্দেহের সামান্য ছায়াও যেন

লীলের মনে এসে না পড়ে—ও জানে ওর এ ভালবাসায় সবচেয়ে আনন্দ আমার—ওদের ভাবী মিলিত জীবনের পুরোহিত আমি। হিরণও একটু একটু করে লীলের কাছে সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছে। তবে আর দেরী কেন ? Divorce-এর কথাটা আজও হিরণ জানে না। মহিমের অত্যাচার ও কুৎসিত ব্যবহারের কথা হিরণকে বুঝিয়ে বল্‌বার ভার আমিই নিয়েছি। এই পরিপূর্ণতার পূর্ব্বক্ষণে আমার একি ঘৃণ্য দুর্ব্বলতা ! আজ রাত্রেই হিরণকে সব বুঝিয়ে বল্‌বো। ওদের engagement হয়ে গেলেই কল্‌কাতা, না—কাশ্মীর চলে যাব। মনকে শক্ত করে নিতেই হবে। ঐ ওরা বাগানে বেড়াচ্ছে—দুজনে দুজনার প্রেমে জগৎভোলা ! কিন্তু হিরণকে দেখ্‌লে আমি সব ভুলে যাই। শিশুর চাইতে অসহায় দুর্ব্বল হয়ে পড়ি। উঃ আমার কি হবে ! কে ও ?

[খোলা জানালা হইতে লাফাইয়া ঘরের মধ্যে মহিমের প্রবেশ।]

কেও, ও, তুমি মহিম ?

মহিম—হাঁ, চমকাচ্ছ কেন ? আমি মহিম, তোমার ব্যভিচারের শাস্তি দিতে এসেছি। পরের স্ত্রীকে ঘর থেকে বা'র করে আনবার সাজা আজ তোমায় না দিয়ে যাচ্ছি না।

রতি—লীল্ আর তোমার স্ত্রী নয়, একটু ভেবে চিন্তে কথা বলো।

মহিম—(বিকট হাস্য করিয়া) না, আমার স্ত্রী হবে কেন ! এখন এক লম্পটের বিলাসের, আমোদের, সামগ্রী।

রতি—মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো, মহিম। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলেই তুমি পদে পদে লীলুকে সন্দেহ করে এসেছ। যাক্‌, এখন সে সব চুকে গেছে। তুমি কেন এসেছ ?

মহিম—এত সহজে চুকে গেলে চল্‌বে কেন ? তোমরা নিজেরা নিজেদের সতীসাধ্বী বল্লেই আমি মেনে নেব কেন ? ঐ দেখ, একটা Scoundrelএর সঙ্গে প্রেমালাপে এত মত্ত যে এখান থেকে কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে তা পর্য্যন্ত বোধ নেই। কি, তোমার চোখ সরিয়ে নিলে যে ? তোমাদের মত স্ত্রীলোকদের চোখেও এসব আবার লাগে নাকি ?

রতি—মহিম, এখান থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। আমার বাড়ীতে তোমার ঢোক্‌বার কোন অধিকার নেই। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি, নইলে এখখুনি আমায় দরওয়ান ডাক্‌তে হবে।

মহিম—আমি সে সব বন্দোবস্ত না করেই কি তোমার মত শঠের সঙ্গে বোঝাপাড়া কর্ত্তে এসেছি ? এই দেখ, আমি প্রস্তুত।

[রিভলভার বাহির করিলেন]

রতি—(ভয় পাইয়া) একী, তোমার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ কর্চ্ছে, শরীর কাঁপছে—তোমার মাথায় খুন চেপেছে নাকি ? আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই,—লী—

মহিম—খবর্দ্দার, চীৎকার করো না। স্থির হয়ে শোন। আমি লীলাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রতি—Divorce suitএ লীল্ decree পেয়েছে একথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ ?

মহিম—আমি contest কর্ল্লে পেতো না।

রতি—Courtএ contest না করে এখানে জোর দেখাতে এসেছ কেন ?

মহিম—ঘেন্নায় Suit contest করি নি—নিজের স্ত্রীকে হাজারো লোকের সাম্‌নে ব্যাভিচারিণী বলে প্রতিপন্ন করা—আমার আত্মসম্মানে বাধে। আর আমি ভেবে দেখেছি—এ ব্যাপারে লীলার বিশেষ কিছু দোষ নেই, তুমি তাকে উস্কে দিয়েছ, তুমিই তাকে দিয়ে Divorce suit আনিয়েছো। আর ঐ দেখ, তুমিই লীলাকে অনায়াসে পাপের পঙ্কে ডুবিয়ে দিচ্ছ।

[রতি বাগানের দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইলেন।]

যাক্, আর তোমায় ন্যাকা সাজ্‌তে হবে না। আমার

স্ত্রীকে চুরি করে এনে এই করাচ্ছ—না তা হবে না। আমি এক্ষুণি লীলাকে নিয়ে যাব।

রতি—লীল্ আর তোমার স্ত্রী নয়; যাঁর সঙ্গে ও বাগানে কথা কইছে তাঁরি সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। মিঃ মুখার্জ্জির পায়ের যোগ্যও যদি তুমি হতে!

মহিম—চুপ্, তুমি লীলাকে যেতে দেবে না?

রতি—বেঁচে থাক্‌তে নয়!

মহিম—বেশ, তবে তাই হবে। তোমার মরাই শ্রেয়ঃ। তোমার মত dangerous মেয়েমানুষ বেঁচে থাকলে সমাজ ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে যাবে।

[রিভলভার নিয়া রতির বুকের উপর লক্ষ্য করিলেন।]

রতি—(ভয় পাইয়া ত্রস্তভাবে) লীল্, লীল্, আমায় খুন কর্লে।

(বন্দুকের আওয়াজ ও রতির পতন)

মহিম—কি কল্লুম! সর্ব্বনাশ!

(জানালা দিয়া পলায়ন)

[সঙ্গে সঙ্গে বেগে লীলা ও হিরণের প্রবেশ। লীলা মহিমকে দেখিতে পাইয়া 'ওঃ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন। হিরণ রতিকে কোলে তুলিয়া খাটে শোয়াইয়া দিলেন।]

[বয়ের প্রবেশ]

হিরণ—বয়্, ডাক্তার বাবুকে বোলাও।

রতি—না, মিঃ মুখার্জ্জি, ডাক্তার ডাকার দরকার নাই। গুলি আমার লাগেনি, কপাল ঘেঁষে চলে গিয়েছে। আমি ভয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিছলুম। ব্যস্ত হবেন না। বয়্‌কে যেতে বলুন।

(হিরণের ইঙ্গিতে বয়ের প্রস্থান)

হিরণ—আপনার সত্যি লাগেনি ? This is Providence ! What infinite relief। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল। Mrs. Choudhuryও যে বড্ড upset হয়ে পড়েছেন।

রতি—আমার কাছে আয়, লীল্।

হিরণ—(রতির মাথায় বাতাস করিতে করিতে) I must ring up the Police. It must be a damned scoundrelly thief.

রতি—থাক্, মিঃ মুখার্জ্জি, আর বাতাস করবেন না। আমি অনেকটা ভাল feel কর্চ্ছি।

হিরণ—তাহলে I had better ring up the Police.

রতি—না, না, সে সব হাঙ্গামার কিছু দরকার নাই।

হিরণ—আপনি বলেন কি ? তা হতেই পারে না।

লীলা—He is my divorced husband. Please, ring up the Police.

হিরণ—Good Heavens, is that Mr. Choudhury? I really feel puzzled, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

রতি—ব্যস্ত হবেন না মিঃ মুখার্জ্জি, আজ রাত্রেই আপনাকে সব কথা খুলে বল্‌বো ঠিক করেছিলুম। লীল্ অনেকদিন আগেই আপনাকে সব কথা বল্‌তে চেয়েছিল, আমারি দোষে তা হয়নি। Please excuse me.

হিরণ—ছিঃ, ওকি বল্‌ছেন? আপনি আর কথা কইবেন না, একটু বিশ্রাম করুন, আমি বাতাস কর্চ্ছি।

রতি—না, না, থাক্, আমায় শুধু একটু ওডিকোলন্ দিন।

[হিরণ ওডিকোলনে ভিজান ন্যাকড়া রতির কপালে রাখিয়া রতির বাধা সত্ত্বেও হাওয়া করিতে লাগিলেন। লীলা প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।]

বিরাম।

চতুর্থ অঙ্ক

[এক পক্ষকাল অতীত হইয়াছে। রতিদের ড্রয়িংরুম। লীলা সোফায় বসিয়া একখানা চিঠি দেখিতেছিলেন।]

লীলা—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই হিরণের চিঠি, নিজের চোখকে নিজে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছিনে। সে লিখেছে—Divorceএর কেলেঙ্কারিতে সে জড়িত হতে চায় না—তার practice আছে, তার একটা position আছে, তার মনকে সে বুঝ্‌তে পারেনি! পরস্ত্রীভাবে আমায় পেতে যার দেহমন একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ভরে উঠ্‌তো, আজ নিজের স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলে নিতে হবে বলে ভয়ে সে আঁৎকে উঠ্‌লো; আমার সঙ্গে দেখা করবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত তার রইলো না। শুধু একটা অপবাদ দিয়ে পরম হেলায় আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়ালো। অথচ এই হিরণ সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই সর্ব্বক্ষণ আমায় আকুল মিনতি জানিয়েছে—আমায় সঙ্গিনী পেলে ওর জীবন শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সার্থকতায় ভরে উঠ্‌বে? স্বামীর নির্ম্মম অত্যাচারের পর হিরণের অচঞ্চল ভালবাসা আমার দেহমনের ওপর একটা স্নিগ্ধ

প্রলেপের মত ছড়িয়ে ছিল। প্রাণ দিয়ে আমিও ভালবাসতে আরম্ভ করেছিলুম! কিন্তু আজ ঘা'য়ের উপর ঘা খেয়ে আর দাঁড়াতে পার্চ্ছি নে। এত নীচ হতে পারে পুরুষ তা আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু আর আমি সইতে পার্চ্ছি না। এমন নির্লজ্জ যে—যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে আবার এসে দিদির সঙ্গে অবাধে গল্প করে যায়—বেড়িয়ে বেড়ায়। ঐ দিদি আস্‌ছে, সঙ্গে দেখ্‌ছি মেসোমশায়, যাই, পালাই, ওঁকে আর এ মুখ দেখিয়ে কি হবে।

(দ্রুত প্রস্থান)

[রতি ও মিঃ ঘোষালের প্রবেশ।]

মিঃ ঘোষাল—লীলা চলে গেল—বেচারী—থাক্‌, ওকে ডেকে আর দরকার নেই, কালকের খবরের কাগজেই জান্‌তে পারবে।

রতি—আমি আর ভাবতে পার্চ্ছিনে। আপনার যা খুসী করুন; আমার মাথা ঘুর্‌ছে।

(সোফায় বসিলেন)

মিঃ ঘোষাল—Fate বলে জিনিষটা মোটেই মান্‌তুম না, কিন্তু ক্রমেই যেন আগের ধারণা সব গুলিয়ে যাচ্ছে। পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একবার খোঁজও তো নিতে পার্‌তো

—গুলি তোমার গায়ে লেগেছিল কি না? অনেক তল্লাস সত্বেও কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

রতি—কুক্ষণে ওর সঙ্গে লীলের বিয়ে হয়েছিল, নিজেও একদিনের জন্যে সুখ পেল না—লীল্‌কেও শান্তি দিল না। যাক্‌, লীলের বেশী লাগ্‌বে না, ওর ওপর ঘেন্নায় তার সমস্ত মন তিক্ত হয়ে আছে।

মিঃ ঘোষাল—তা, মা, আমি বল্‌তে পারিনে। যত অত্যাচারই করে থাক্‌, তবু পাঁচ বছর ওরা একসঙ্গে ঘরকন্না করেছে, অন্তরের অন্তরতম স্তরে যে সোনার দাগ পড়েছিল, তা কি একেবারে মুছে যেতে পারে?

রতি—আমি অত অন্তর্দশী নই, মেসো, অত শত বুঝ্‌তেও পারিনে। তবে আমি এইটুকু বুঝি—মহিমের মত স্বামীর ঘর করার চাইতে ফাঁসি কাঠে ঝোলাও ভাল।—একটা আস্ত জানোয়ার!

মিঃ ঘোষাল—অত কঠিন হয়ো না, মা। সে তোমাদের ওপর অন্যায় করেছে স্বীকার করি—কিন্তু সে হয় তো আর নেই। আমরা সামান্য মানুষ, ক'জনকেই বা শাস্তি দিতে পারি। আমার এখনো মনে হচ্ছে ডিভোর্সের হাঙ্গামা না কর্‌লে এতদূর গড়াত না।

রতি—আমি মেয়েমানুষ হলেও অতীতের কথা ভেবে কাঁদবার ইচ্ছা বা অনুরক্তি আমার নেই, মেসো!

মিঃ ঘোষাল—রাগ করোনা মা, আজ তুমি প্রকৃতিস্থ নও, একটু বিশ্রাম করগে। আমিও উঠি—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) হাঁ, কাল এসে লীলাকে নিয়ে যাব, তোমার মাসীমা বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছেন।

(প্রস্থান)

রতি—মেসোমশায়কে শুধু শুধু শক্ত কথা বল্লুম! আমার মনের অবস্থা আজ কিছু ঠিক নেই। ডিভোর্সের কথা বলে কেন তিনি আমায় প্রচ্ছন্ন আঘাত করলেন?—কি করে আমি লীলুকে ঐ বন্যপশুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতুম! না, না, যা করেছি তাতে কিচ্ছু ভুল হয়নি তবে ভুল যেখানে হচ্ছে—সে এখানে। (নিজের বুকের উপর হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন।)

কিছুতেই হিরণকে ভুলতে পার্চ্ছি না। এত চেষ্টা করি তাকে দূরে ঠেলে দিতে—সে শুধু তার মিনতিভরা চোখ দুটি আমার দিকে তুলে ধরে,—আমি আত্মহারা হয়ে যাই। লীলুকে, লীলের ভবিষ্যৎকে—সব ভুলে যাই! এক অদ্ভুত মাদকতা আমার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে! আমি এও পর্য্যন্ত ভুলে যাই যে লীলু আজ একটা স্রোতের ফুলের মত ধ্বংসের পথে দুর্নিবার বেগে ভেসে

চলেছে—শুধু আমি তাকে রক্ষা কর্ত্তে পারি! না, না, আমি এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ত্তে পার্‌ব না! কালই লীল্‌কে নিয়ে ঢাকা ছাড়ব! অনেক দূরে কোথাও চলে যাব—নিজেকে আর বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছিনে। যাই, লীল্‌কে বলিগে, সেও শুন্‌লে খুশি হবে।

[প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে পুনঃপ্রবেশ।]

রতি—লীল্‌ বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে। উঃ, ওর ওপর দিয়ে কী ঝড়টাই না বয়ে যাচ্ছে। যাক্‌, কালই বলা যাবে। যাই, বাগানে একটু বসিগে ঐ ঝাউয়ের তলায়। আজই তো শেষ! কি সুন্দর জ্যোৎস্না! যেন তার স্নেহধারায় সব ব্যথা ঢেকে দিচ্ছে।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

পটপরিবর্ত্তন

চতুর্থ অঙ্ক

[রতিদের বাগান। ঝাউগাছের তলায় একটা বেঞ্চের হাতলের উপর মুখ রাখিয়া রতি দূরে একটা গাছের দিকে চাহিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়ায় মুখখানি বড় সুন্দর, বড় করুণ দেখাইতেছিল। একটা সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় মুখখানি এক একবার কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।]

[হিরণের প্রবেশ]

হিরণ—Good evening! Miss Chatterjee, এই যে আপনি এখানে, আর আমি আপনাকে সারা বাড়ী খুঁজছি। চমৎকার বিচার আপনার।

রতি—আমার বড্ড মাথাটা ধরেছিল, তাই এখানে একটু বসেছিলুম, তা চলুন—ভেতরে যাই।

হিরণ—Oh no, if you don't mind. It is far more pleasant out here in the open. আশা করি মাথা খুব বেশী ধরেনি।

রতি—Thanks, এখন সেরে গেছে।

হিরণ—(পকেট হইতে Lavender Smelling Saltএর শিশি লইয়া) এই নিন্ এটা শুঁক্‌লে আরো একটু relief পাবেন

নিশ্চয়। The moon is lovely to-night. এম্‌নি চাঁদনি রাতেই ঢাকা প্রথম এসেছিলেন।

রতি—হাঁ, এমনি চাঁদনি রাতেই ঢাকার কাছে বিদায় নেব। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, নইলে হয়তো দেখাই হোত না।

হিরণ—হেঁয়ালি রচনাও যে আপনার অনেক গুণের মধ্যে একটি তাতো জান্‌তুম না?

রতি—ঠাট্টা কর্চ্ছি না, কাল আমরা ঢাকা ছাড়ব ঠিক করেছি।

হিরণ—(চমকিত হইয়া) কালই? এত হঠাৎ?

রতি—লীলের শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে, ওকে নিয়ে এখন বেরিয়ে না পড়্‌লে একটা শক্ত অসুখে পড়বে ও।

হিরণ—(মুখ নত করিয়া) সেজন্য আমি খানিকটা দায়ী, আমায় ক্ষমা করুন।

রতি—প্রতিকার আপনারি হাতে। ভালবাসার জন্যে মানুষ সবই কর্‌তে পারে। তার চাইতে বড় মূল্য বোধ হয় আর কোন জিনিষেরই নেই।

হিরণ—আপনি যা বল্‌ছেন সব ঠিক্। কিন্তু কতবার আপনাকে বলেছি—আমার সে ভালবাসা ক্ষণিকের মোহমাত্র। একটা নিতান্ত বাইরের জিনিষকে অন্তরের সত্য বলে মনে করেছিলুম; সে ভুল আমার কেটে গেছে। তাই আমার

অন্তরের পরম সত্যটিকে প্রাণ দিয়ে পূজো কর্‌বার মুক্তি আমার এসেছে।

রতি—আপনি রাগ কর্ব্বেন না—লীলুকে গ্রহণ না করা আপনার পক্ষে ভীরুতা বলেই মনে করি আমি।

হিরণ—আমার জীবনের মহাসত্যটিকে অস্বীকার করে চল্‌তে আমি কিছুতেই পারবো না,—সে আপনি আমায় ভীরুই বলুন, আর কাপুরুষই বলুন।

রতি—মহাসত্যের নাম করে মানুষ অনেক অসত্যকেই আঁকড়ে ধরে থাকে; the comedy is, সে তা অনেক সময় জান্‌তেও পারে না!

হিরণ—For God's sake, don't doubt my love, Rati. I have loved you since the very day I saw you. আমি শুধু তোমায় চাই, রতি, শুধু তোমায় চাই। আর আমার কোন কামা নেই।

রতি—কিছু এসে যায় না, আমি আপনাকে চাইনে।

হিরণ—তুমি একদিনের জন্যেও আমায় চাওনি?

রতি—একদিনের জন্যেও না।

হিরণ—তাহলে কি তোমার ভাবভঙ্গী, চাহনি, ভাষা আমার সামনে একটা বিরাট মিথ্যার অভিনয় কর্চ্ছিল এতদিন?

রতি—হয়তো কর্চ্ছিল, আপনার ব্যারিষ্টারী বুদ্ধিতে আগে ধরা পড়েনি এইটেই আশ্চর্য্য।

হিরণ—(ক্ষিপ্তভাবে) Don't play with me, woman. You are a d—d flirt. The Devil take you.

(দ্রুত প্রস্থান)

রতি—উঃ কি কল্লুম, হিরণ চলে গেল, বুঝলে না আজ কত বড় ব্যথা গোপন করে নিজকে নিজে হত্যা কর্‌লুম।

[ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।]

[হিরণের প্রবেশ]

হিরণ—Miss Chatterjee, যাবার আগে আমি আপনার কাছে আমার রূঢ় আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি। ওকি, আপনি—তুমি কাঁদছ ?

[কাছে গিয়া রতির পাশে বসিয়া হাত তুলিয়া ধরিলেন।]

তাহলে সত্যিই তুমি মিথ্যার অভিনয় কর্চ্ছিলে, রতি ? My God !

রতি—আমি বড় শ্রান্ত, আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

হিরণ—আর আমার জীবন সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

রতি—(অৰ্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে) আমি একটা ব্যাকুল সুখের স্রোতে কোথায় ভেসে চলেছি, শুধু থেকে থেকে একটা অজানা ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠ্ছে।

হিরণ—আমি কাছে রয়েছি, ভয় কি, রতি ? আজ যে আমরা দু'জনে বিশ্বজয়ের বিজয়মুকুট পরেছি !

[ষ্টেজের অপর পার্শ্বে ডানদিক্ দিয়া ধীরে ধীরে লীলার প্রবেশ।]

লীলা—নাঃ এত চেষ্টা করেও ঘুমুতে পাল্লুম না। দিদিও বাড়ী নেই। চিন্তার ভারে আমার মাথাটা অস্থির হয়ে উঠেছে। একটু বসি।

(চন্দ্রালোকে ষ্টেজের বামপার্শ্বে হিরণ ও রতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া)

ওঃ—

(আৰ্ত্তনাদ করিয়া একটা বেঞ্চে লীলা বসিয়া পড়িলেন।)

রতি—(শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া) ও কি, ও, কিসের শব্দ ?

হিরণ—ও কিছু নয়, একটা প্যাঁচা ডেকে গেল। ভয় কি, রতি ?

যবনিকা

পরিশিষ্টাংশ

(৫৫ পৃষ্ঠা হইতে)

ওঃ—

(আর্ত্তনাদ করিয়া একটা বেঞ্চে লীলা বসিয়া পড়িলেন।)

রতি—(শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া) ও কি, ও, কিসের শব্দ ?

হিরণ—ও কিছু নয়, একটা প্যাঁচা ডেকে গেল। ভয় কি, রতি ? চল, আমরা ওদিক্‌টায় একটু বেড়িয়ে আসি।

[ষ্টেজের বাঁ দিক দিয়া ধীরে ধীরে উভয়ের প্রস্থান।]

(মহিমের প্রবেশ)

লীলা—কে ও ?

মহিম—আমি মহিম।

লীলা—মহিম !

মহিম—হাঁ, আমি মহিম। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি ; পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়েও মরতে পাল্লু´ম না—তোমার মুখ মনে পড়ল। আবার বাঁচবার সাধ [illegible] মৃত্যুর হাত থেকে নিজকে ছিনিয়ে নিলুম ; এলুম [illegible] বন্য কুকুরের মত লুকিয়ে ফিরলুম কিন্তু দেখলুম তু[illegible] প্রতারিত, লাঞ্ছিত, তখন না এসে আর থাকতে পাল্লু´ম না। আমি তোমার অযোগ্য—তবু—

লীলা—আমাকে তুমি গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্বে ?

মহিম—পার্ব্বো না, তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্বো না ? তুমি কি এখনো আমায় ভুল বুঝবে—আমায় ক্ষমা কর্ত্তে পার্ল্লে না, লীল্ ?

লীলা—তবে চল, আমায় এ বিষাক্ত বাতাস থেকে দূরে নিয়ে চলে যাও। কেন তুমি শুধু আমার কথাই শুনেছ—আমায় এসে জোর করে নিয়ে যাওনি কেন ?

মহিম—সত্যি বলছ্, লীল্ ? চল, লক্ষ্মীটি, চল, আজই—এক্ষুনি—তোমায় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

[লীলাকে কোলে তুলিয়া মহিমের দ্রুত প্রস্থান।]

যবনিকা